ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-88 ■ 3 January, 2025 ■ আগরতলা ৩ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১৮ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জামিন মিলেনি, চিন্ময় কৃষ্ণ জেলেই

মনির হোসেন।। ঢাকা, ২ জানুয়ারি: রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশের সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছে আদালত। বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জর্জ মো. সাইফুল ইসলামের আদালতে আদেশ দিয়েছেন। শুনানি শেষে চিন্ময় দাসের আইনজীবী অপূর্ব ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন তারা উচ্চ আদালতে যাবেন।

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, জামিন শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ আপত্তি জানিয়ে বলেছে, এটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা, এর সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন। আদালত জামিন নামঞ্জুর করেছেন। কেউ সংক্ষুব্ধ হলে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এস এম দিদার উদ্দিন বলেন, মহানগর দায়রা জর্জ আদালতে জামিন না হওয়ায় এখন চিন্ময় দাসের আইনজীবীদের সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে। হয় তারা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ফের জামিন আবেদন করতে পারেন অথবা বৃহস্পতিবার মহানগর দায়রা জজের নামঞ্জুর করার আদেশের নকল তুলে উচ্চ আদালতে জামিন আবেদন করতে পারেন।

এদিকে, চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন শুনানিকে ঘিরে আদালতপাড়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের উপকমিশনার এ এ এম হুমায়ুন কবির বলেন, আজ আদালতে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন শুনানি ছিল। আদালত পাড়ায় পুলিশ, বিজিবি ও সেনাসদস্য মোতায়েন ছিল। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

উল্লেখ্য, গত ৩১ অক্টোবর নগরের চান্দগাঁও থানাধীন মোহরা ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ খান বাদী হয়ে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মামলা করেন।

এ মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ বর্তমানে কারাগারে আছেন। ২৫ নভেম্বর চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন ২৬ নভেম্বর কোতোয়ালি থানার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জামিন নাকচ করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন চট্টগ্রামের ষষ্ঠ মহানগর হাকিম কাজী শরীফুল ইসলাম।

ত্রিপুরার রাজনীতিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে : মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার রাজনীতিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সিপিআইএমের বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়াই তার উদাহরণ। কারণ, মানুষ বুঝতে পেরেছে বিজেপি সরকারের ফাঁদে আর পা দেওয়া যাবে না। আজ আম্বেদকরের প্রতি অপমানজনক মন্তব্যের প্রতিবাদে আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত জনসমাবেশে এমনটাই দাবি করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। সাথে তিনি সারা রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের ঝড় তোলার আহবান জানিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, সিপিআইএমের বিভিন্ন কনভেশনে ক্রমে ক্রমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা থেকে স্পষ্ট ত্রিপুরার রাজনীতিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। কারণ, ত্রিপুরাবাসী বুঝতে পেরেছেন আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তাঁরা এখনো পর্যন্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। তারা ভেবেছিল মুনশিয়ানাভাবে নির্বাচনী ইস্তেহারে তৈরী করলেই মানুষ বিজেপি সরকারের প্রতি আকৃষ্ট হবে। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রে বেশি লাভ হয়নি তাঁদের।

তাঁর কথায়, কেন্দ্র বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকলেও বিভিন্ন রাজ্যের সমস্যা সমাধান করতে পারছে না। কারণ, তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালনে সরকার সাহায্য করছে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ত্রিপুরায় নির্বাচনী জনসমাবেশের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কেন্দ্র সরকার আর্থিক সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কারণ, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষকে বিভ্রান্ত করে যেকোনোভাবে মসনদে বসা।

এদিন তিনি বলেন, ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার দেওয়া একটিও প্রতিশ্রুতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদের মূলকে উৎখাত করেছে মোদী সরকার
অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) ঃ নরেন্দ্র মোদী সরকার জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদকে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করেনি উপত্যকা থেকে সন্ত্রাসবাদের মূলকে উৎখাত করেছে। এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে 'জম্মু-কাশ্মীর এন্ড লাদাখ: থ্রু দ্য এজেস' শীর্ষক একটি পুস্তকের সূচনা করে ভাষণ দিচ্ছিলেন অমিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রেইন ডেথ রোগীর অঙ্গ অন্য রোগীর দেহে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি চলছে ঃ জিবি এমএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শীঘ্রই লিভার ট্রান্সপ্লান্ট চালু করা হবে জিবি হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার আগরতলা জিবি বিপি ও এজিএমসির সুপার স্পেশালিটি বিভাগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করার সময় একথা বলেন মেডিকেল সুপার শংকর চক্রবর্তী।

বৃহস্পতিবার আগরতলা জি বি বিপির নয়টি সুপার স্পেশালিটি বিভাগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডা: শংকর চক্রবর্তী, কার্ডিয়লজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ ডা: অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদি, বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট ডা: রাকেশ দাস, প্রফেসর(ডা:) তপন মজুমদার প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে মেডিকেল সুপার শংকর চক্রবর্তী বলেন, আগরতলায় নয়টি সুপার স্পেশালিটি বিভাগের মধ্যে সাতটির ইনডোর আউটডোর পরিষেবা চালু রয়েছে। এবং দুটি শুধু আউটডর পরিষেবা রয়েছে। তবে খুব শীঘ্রই এই দুইটির ইনডোর পরিষেবা চালু হবে। এছাড়াও হাসপাতালের বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়।

পাশাপাশি তিনি বলেন, বিশেষ করে ব্রেইন ডেথ রোগী অঙ্গ অন্য রোগীর দেহে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ করা হয়েছে মোগল ফাউন্ডেশন এর সঙ্গে। এই মাসের কুড়ি থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিতিতে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের নিয়ে একটি মিটিং করা হবে। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শীঘ্রই চালু করা হবে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট।

রাজ্যে কংগ্রেসের ড. মনমোহন সিং স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। আজ প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে কংগ্রেস ভবনে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-র প্রতি স্মৃতিচারণ এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন নেতৃত্বরা এবং তাঁর কর্মজীবন, রাজনৈতিক জীবন নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার রাতে নয়াদিল্লির এইমস-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, ড. মনমোহন সিং।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

আজ প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে কংগ্রেস ভবনে তাঁর প্রতি স্মৃতিচারণ এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, প্রাক্তন সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে সাতদিন ব্যাপী প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্যে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর প্রতি স্মৃতিচারণ এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওই নির্দেশে সাড়া দিয়ে আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রতি স্মৃতিচারণ এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃদ্ধের দায়ের আঘাতে জখম প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি ঃ ষাটোর্ধ বৃদ্ধের দায়ের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে এক ব্যক্তি। ওই ঘটনায় সাব্রুম থানার জলেফা রামজি পাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, ওই বৃদ্ধকে গ্রামের লোকজন আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সাব্রুম থানার জলেফা রামজি পাড়ার বাসিন্দা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ে ছাই মিষ্টির দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ জানুয়ারি ঃ আগুনে পুড়ে ছাই একটি মিষ্টি দোকান। দমকলকর্মীদের প্রাথমিক ধারণা, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। অল্পতে রক্ষা পেয়েছে গোটা বিলোনিয়া বাজার। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ বিলোনিয়া বাজারে বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছতায় এক নম্বরে থাকবে মোহনপুর, আশাবাদী মন্ত্রী রতনলাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। রাজ্যের মধ্যে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে স্বচ্ছতায় এক নম্বরে রাখার উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন মন্ত্রী তথ্য স্থানীয় বিধায়ক রতন লাল নাথ। আজ মোহনপুর পুর পরিষদে উপস্থিত থেকে তিনি জনগণকে নিজের মন ও অন্তরকে স্বচ্ছ করার আহবান জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার আহ্বানকে গুরুত্ব দিয়ে মোহনপুর পুর পরিষদ এলাকাকে স্বচ্ছ রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রীর কথায় পুর পরিষদের পক্ষ থেকে সাফাই কর্মীদের পারিশ্রমিকও বাড়নো হয়েছে।

মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন, ভাইস চেয়ারপারসন সহ মোহনপুরের এসডিএম এবং ডেপুটি সিও মিলে মোহনপুরকে স্বচ্ছ শহরে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পুর পরিষদের পক্ষ থেকে ১৮ জন সাফাইকর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে, যারা সকাল ৬ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত রাস্তাঘাট সাফাইয়ের কাজ করবেন।

আজ মোহনপুর পুর পরিষদের সম্মুখে ওই ১৮ জন সাফাইকর্মীদের মধ্যে গ্লাভ, ময়লা পরিবহনের ট্রলি ও দা বিতরণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, তিনি পুর পরিষদের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে সাফাইকর্মীদের পারিশ্রমিক ৩৫০০ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আগামী জরিপে মোহনপুর পুর পরিষদ এলাকার নাম রাজ্যের স্বচ্ছ শহরের মধ্যে প্রথম নম্বরে আনার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।

পিকনিক সেরে বাড়ি ফেরার পথে যান দূর্ঘটনায় শিশু ও মহিলা সহ গুরুতর আহত আট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। পিকনিক সেরে বাড়ি ফেরার পথে যান দূর্ঘটনায় শিশু ও মহিলা সহ গুরুতর আহত হয়েছে আটজন। এর মধ্যে একজনকে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাকিরা অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনো রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে এক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, বছরের শুরুতেই ছবিমূড়া থেকে পিকনিক সেরে বাড়ি ফেরার পথে যান দুর্ঘটনায় শিশু ও মহিলা সহ গুরুতর আহত হয়েছে আটজন ব্যক্তি। সাথে সাথে সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লরির ধাক্কায় বাইক চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। পণ্যবাহী লরির ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক যুবক। বিশ্রামগঞ্জ থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে ওই দূর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলকর্মীরা। এদিকে, ঘাতক লরিটিকে আটক করে পুলিশ। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে চালক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বাইক নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ থেকে আগরতলা দিকে আসার সময় একটি দ্রুতগামী লরির সাথে সংঘর্ষ ঘটে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছে বাইক চালক আরাধ্য আচার্য্যের। তার বাড়ি আগরতলায়। সাথে সাথে খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

৪৩ তম আগরতলা বইমেলার উদ্বোধন

পরবর্তী প্রজন্মকে বই পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে, তাতে অভিভাবকদের আরও বেশি দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। বই চেতনার সীমা বাড়ায়। নতুন বইয়ের গন্ধে যে আত্ম তৃপ্তি আসে তা আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাই পরবর্তী প্রজন্মকে বই পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। এজন্য অভিভাবকদের আরও বেশী দায়িত্ব নিতে হবে। আজ সন্ধ্যায় হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মঞ্চে ৪৩তম আগরতলা বইমেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

বইমেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বইমেলার জন্য রাজ্যবাসী সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার কথা বিবেচনা করে এবছর বইমেলা

এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দেওয়ার প্রচলন ছিল। এই অভ্যাস আবার ফিরিয়ে আনা উচিত। আমাদের সবারই বই পড়া অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। তিনি বলেন, মেধা ও মননের উৎসব হল বইমেলা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূমিকম্পে কাঁপল মণিপুর ও সিকিম

গুয়াহাটি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) ঃ ইংরেজি নববর্ষ ২০২৫ সালের দ্বিতীয় দিন মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তিনবার ভূমিকম্পে কেঁপেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুই রাজ্য মণিপুর এবং সিকিম। তবে কোনও জায়গা থেকে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

আজ বৃহস্পতিবার ২ জানুয়ারি প্রথম ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায়। এদিন ভারতীয় সময় বেলা ১২টা ৩৫ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে ৩.১ প্রাবল্যের ভূমিকম্প মণিপুরের ২৪.৫৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৩৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের চূড়াচাঁদ জেলার ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে উৎপত্তি হয়েছে।

এর পর এদিন (বৃহস্পতিবার) বিকালে ৩.৯ মাত্রার ভূমিকম্প পশ্চিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ৩ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
১৮ পৌষ শুক্রবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অপুষ্টিজনিত শিশু মৃত্যু

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে অপুষ্টিজনিত কারণে শিশু মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। এদের মধ্যে বেশিরভাগ শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে জন্মের সময়। দেশের শিশু বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিমাসে আমাদের দেশে প্রায় এক লক্ষ শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের মানুষদের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ না-করা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই শিশু-মৃত্যুর জন্য দায়ী।আজও আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া আছেন। কাজেই তাঁহাদের কাছে শিশুদের যত্ন নেওয়ার নানা নিয়মও পৌঁছয় না। ফলে শিশুদের জন্য কি করণীয় সেটা তাঁহাদের কাছে অজানা থাকিয়া যায়। আর শিশুদের সঠিক যত্ন বা দেখাশোনা করিতে ব্যর্থ হন তাঁহারা,

”বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে বছরে ১৫ লক্ষের বেশি শিশু ভিটামিন ’এ’-র অভাবে দৃষ্টি শক্তি-হারায়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিশুদের নিয়ে এক আলোচনাচক্রে বিশেষজ্ঞরা জানান যে, সততীয় বিশ্বের দেশ, যেমন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং চীনে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখ করিবার মতো।চীনে শিশু মৃত্যুর হার ১৪ শতাংশ।তবে এদিক থেকে পিছাইয়া নাই মেক্সিকো এবং অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিও।

অপরদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কিন্তু শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়াছে। যেমন আমেরিকা, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড এবং ব্রিটেন। বছরে এইসব দেশগুলিতে শিশু মৃত্যুর হার মাত্র সাড়ে ছয় শতাংশ। সকলের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার উপর নজর দেওয়ার জন্যই এই পরিবর্তন সম্ভব

হইয়াছে।ভারতের প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিশু কল্যাগে অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।সরকার এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্য নিয়া দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠনের স্লোগান ”আগামী দু”হাজার কালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য” এই নীতিকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা জাগাইয়া তোলার প্রয়োজন বেশি।আমাদের দেশে বহু শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগের শিকার হইয়া মৃত্যুবরণ করে। বর্তমানে থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধে বেশ কিছু স্বাস্থ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের কথা ভাবিয়াই রক্তদানে সক্ষম নাগরিকদের তিন চার মাসে অন্তত একবার রক্তদান করা উচিত। এছাড়া দেশের বিভিন্ন বস্তি এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কাজে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও এগিয়ে আসা উচিত। শিক্ষার আলো প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মন থেকে কু-সংস্কারগুলি দূর করা সম্ভব।দেশের শহর ও গ্রাম, উভয় জায়গাতে স্বাস্থ্য সচেতনতা সঠিকভাবে বাড়াইয়া তুলিতে পারিলে মাদকাসক্তি-এবং আত্মহত্যার ঘটনাও অনেক কমিয়া আসিবে।

ভারতে শিশুমৃত্যুর হার বেশি হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হইলো স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা। অনেক গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা উন্নত নয়। প্রসবকালীন সময়ে মায়েরা এবং নবজাতকের যথাযথ যত্ন পায় না। গর্ভবতী মা ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টির অভাব একটি প্রধান কারণ। পুষ্টির অভাব শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে।সাফ-সফাই ও পানীয় জলের অভাব।নিরাপদ পানীয় জলের অভাব এবং স্যানিটেশনের ঘাটতি সংক্রমণজনিত রোগের ঝুঁকি বাড়ায়, যাহা শিশুদের মৃত্যুর একটি বড় কারণ। অনেক শিশু নিয়মিত টিকা পায় না, ফলে প্রতিরোধযোগ্য রোগে আক্রান্ত

হইয়া মারা যায়। মাতৃস্বাস্থ্য এবং শিশুর যত্ন বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, এবং বাল্যবিবাহ শিশুর স্বাস্থ্য এবং বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, এবং অন্যান্য সংক্রমণজনিত রোগ শিশু মৃত্যুর একটি সাধারণ কারণ।মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করা।গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা।টিকাদান কর্মসূচি জোরদার করা।স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা উন্নত করা।সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালানো।সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত থাকলেও আরও কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজন।

আর জি কর ইস্যুতে কুণালের বক্তব্যে সায় নেই অভিষেকের

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ কদিন আগে কলা-কুশলীদের একাংশের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, দু'মাস আগে যাঁরা আর জি কর নিয়ে বিপ্লব করে এসেছেন, তৃণমূলের অনুষ্ঠানে নাচ-গান যেন না করেন। তবে কুণালের সেই কথা পাত্তাই দিলেন না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষ্কার জানালেন, কে কোথায় অনুষ্ঠান করবেন বা কোন ক্লাব কোন সদস্যকে অনুষ্ঠান করাবেন সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

অভিষেক বলেন, যেমন একজনের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা আছে, কেউ যদি একটা প্রোগ্রাম করে কাউকে আনতে চায় তার স্বাধীনতাও রয়েছে। এটাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা একদমই ঠিক নয়। পার্টির তরফ থেকে তো কেউ নির্দেশ দেননি। এও বলেন, কোথাও কোনও বিজ্ঞপ্তি দেখেছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলেছেন? দলের তরফ থেকে আমি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি কিছু বলেছি? না। আমরা সবার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানের পাঁচিল ভেঙে ঢুকলো শববাহী গাড়ি, আহত একাধিক

হুগলি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথের ধারের দোকানের পাঁচিল ভেঙে ঢুকে গেল শববাহী গাড়ি। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৮ জন। একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার শ্মশানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে শববাহী গাড়ি। হরিপালের গজার মোড়ে একটি ম্যাটাডোর করে মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছিলেন অনেকে। শ্মশানে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন গাড়ির চালক। পথের ধারের একটি দোকানের পাঁচিল ভেঙে ঢুকে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিহারে বিষাক্ত খাবার খেয়ে মৃত এক মহিলা

পাটনা, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে বিহারের টিকুলি এলাকায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বিষাক্ত খাবার খেয়ে। জানা যায়, টিকুলি এলাকার বাসিন্দা চাঁদনী (৩০) খাবার খাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা ক্রমশ খারাপ হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সালভাদোর আইয়েন্দে খুন হয়েছিলেন না আত্মহত্যা করেছিলেন?

জয়া চৌধুরী

সে দিন গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন ছিল। ১৯৭৩ এর ১১ সেপ্টেম্বর। কারণ দুপুরবেলা প্রেসিডেন্ট আইয়েন্দে জাতির প্রতি 'জরুরী জাতীয় অর্থনীতি' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেবেন স্থির করেছিলেন। তারপরে একটি গণভোটের আহ্বান জানাবেন যাতে দেশবাসী বেছে নিতে পারেন সরকার গৃহীত পথ এবং বিরোধী পক্ষ প্রস্তাবিত পথের মধ্যে যে কোনও একটিকে। সেদিন সকাল থেকেই আপনি প্রেসিডেন্ট ভবনে ছিলেন... ১০ তারিখ রাতে একটা মিটিং ছিল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যেটা রাত দেড়টায় শেষ হয়। সেখানে ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অর্লান্দো লেতেলিয়ের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কার্লোস ব্রিওন, ও জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল অধিকর্তা আগুস্তো ওলিভারেস। পরদিন রাষ্ট্রপতি আইয়েন্দে কী ভাষণ দেবেন তার প্রস্তুতি চলছিল। আমাকে রাতে ভবনেই থাকতে হয়েছিল কেননা আমাদের মিটিং সেদিন শেষ হয়নি। পরদিন ভোরেই বাকিটা হবার কথা ছিল। কিন্তু টেলিভিশন চ্যানেলের ডিরেক্টর আমাকে সকাল সোয়া সাতটায় ডেকে তুললেন এই বলে যে ভালপারাইসো বন্দরে একটি অশান্তি হয়েছে।

তখন আমরা প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে নিয়ে ভবন থেকে প্রাসাদে পৌঁছলাম। প্রেসিডেন্ট ঘরে পৌঁছলেন এই সংবাদ নিয়ে যে, আমি রাষ্ট্রপতির প্রতি অনুগত আছে। এবং সাংবিধানিক উপায়ে রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে তাদের পঁচিশজন নিয়ে নিয়েছে। সময় যত এগোতে লাগল সংবাদ এলো ততক্ষণে অভ্যুত্থান এগিয়ে আসছে। সকাল সাড়ে আটটায় যৌথ বাহিনীর ফার্স কমান্ড্যার এসে প্রেসিডেন্টকে বললেন তিনি যেন তাঁর রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে মিলিটারি বাহিনীর প্রধান হবার বৈধতাগুলি সমর্পণ করেন বাহিনীর কাছে। এবং অবধারিত ভাবে প্রেসিডেন্ট আইয়েন্দে রাজি হন না। সকাল নটা নাগাদ প্রেসিডেন্ট তাঁর শেষ বক্তৃতা দিলেন। এবং সেটি শেষ হওয়া মাত্র বাহিনী আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। দুপুর দেড়টা পর্যন্ত সাঁজোয়া বাহিনী দিয়ে আর আকাশপথে আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। যার ফলে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ ধোঁয়া আর গুলোয় ভরে যায় এমন ভাবে যে, শ্বাস নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট তাঁর সমস্ত সহকারীকে বলেন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতে, কারণ সেখানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আপনি? পুরোটা সময় ওখানেই ছিলেন? হ্যাঁ ওখানেই। সারা সকাল সোয়া এগারোটা পর্যন্ত আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গেই ছিলাম যতক্ষণ না তিনি আমায় চলে যেতে বলেন। আর এভাবেই আমি নিজের প্রাণ বাঁচাই।

ঠিক কীভাবে বলেছিলেন তিনি কথাগুলো? সকাল এগারোটা নাগাদ তিনি তাঁর সব অনুগামী অফিসারদের একজায়গায় ডেকে আনলেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে নিজের দায়িত্বের কথা এবং বাকিদের দায়িত্বের কথা বললেন। কিন্তু ততক্ষণে তাদের সকলেই মারা গিয়েছিল। তাই এসবের কোনো অর্থ ছিল না। আমরা তাই মুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক সেইসময় তিনি আমার দিকে ঘুরে তাকালেন। বললেন আমি যেন বেরিয়ে যাই। জানি না কেন তিনি এ নির্দেশ আমাকেই দিলেন। এঁকে জিজ্ঞেস করলাম এ জায়গা ছেড়ে আমি কেন বেরিয়ে যাব। তিনি আমায় বোঝালেন। সেসব কারণের একটা হল, ভবিষ্যতে দুনিয়ার লোকদের এই ঘটনাগুলো জানানোর জন্য কেউ তো থাকবে। 'কেবল তুমিই এ কাজ করতে পারো' বললেন। আমাকে তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তাই আজ আমি বেঁচে আছি। ওঁকে ছেড়ে আসার জন্য কখনও কি অনুশোচনা হয়েছিল আপনার? অনুশোচনা করা তো সম্ভব নয়। কেননা তার ফলেই তো আজ আমি বেঁচে আছি। আপনাকে একটা ঘটনা বলি। অভ্যুত্থানের দু'দিন পরে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানের ইকোনমিক কমিশনের ডিরেক্টর জেনারেল এনরিকে ইগলেসিয়াস, অভ্যুত্থানে বিদেশ দফতরের নেতা অ্যাডমিরাল উয়ের্তাকে আমার সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে বলেন। ওকে বলেন সেই মুহূর্তে দুটো মানুষকে উনি খুঁজছেন গ্রেফতার করার জন্য। একজন হলেন কার্লোস আলতামিরানো, চিলের সোশ্যালিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল আর অন্যজন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা এই আমি। আসল কথাটা হল ১৩ তারিখে ওদের আর্মির যে মিটিং হয় সেখানেও আমাকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটুকুই বলার যে, আইয়েন্দে দৃশ্যত আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে। চিলের রাজধানী সান্তিয়াগোর একটি সংবাদ সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। সারা বিশ্বের বামপন্থী নেতাদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয়, সমাজতান্ত্রিক নেতা হিসাবে বিশ্বের প্রথম ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হিসাবে বিশ্বের প্রথম ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসা প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আইয়েন্দে নিজের বাসভবনে আত্মহত্যা করলেন। তাঁরই মিলিটারি বাহিনীর প্রধান আগুস্তো পিনোচে তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। কিন্তু সে আত্মহত্যা কি তিনি ভয়ে করেছিলেন। অথবা তিনি কি প্রতিরোধের শেষ পন্থা হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এই পথ? ২০২৩ সালে বিবিসির সাংবাদিক ফেরনান্দা পাউল স্পেনের মাদ্রিদে চিলের প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আইয়েন্দের প্রধান পরামর্শদাতা খোয়ান গারসেসের সঙ্গে এ উপলক্ষ্যে আলাপচারিতা করেছিলেন। উপরের কথোপকথনটি সেখান থেকেই নেয়া। কথোপকথনের সময়েও ওঁর ঘরের টেবিলে রাখা ছিল ১৯৭২ সালে তোলা একটি ফটো। সেখানে গারসেসের সঙ্গে সালভাদোর আইয়েন্দে স্বয়ং এবং চিলেয় নিযুক্ত তৎকালীন স্পেনের রাষ্ট্রদূত অস্কার আগুইয়েরোর ছবি ছিল। সে বছরই চিলে তথা লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় বামপন্থী রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আইয়েন্দের প্রয়াণের ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুঝতে চেষ্টা করা চিলের বুকে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাটিকেই।

আজকের এই ২০২৪ সালে প্রায় কুড়ি কোটি মানুষের দেশ প্রজাতান্ত্রিক চিলেয় গণতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত। বহু ঘাত প্রতিঘাত পার হয়ে দেশটিতে শাসন করছে লিবেরিটারিয়ান সোশ্যালিস্ট নেতা, প্রেসিডেন্ট গারিয়েল বরিক। দেশের তরুণতম এই নেতার (৩৮ বছর বয়স। নেতৃত্বে চিলের সবক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটে চলেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইয়েন্দে যখন নির্বাচিত হয়েছিলেন তৎকালীন চিলেয় পরিস্থিতি কেমন ছিল? সেসময় ঠান্ডা যুদ্ধের পৃথিবী। সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈরথে বিশ্ব রাজনীতি টালমাটাল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয় লাভ করে তিনি চিলের প্রথম সোশ্যালিস্ট প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এইখানে বুঝতে হবে তাঁর বাস্তব পরিস্থিতির কথা। তার আগে সে সময় চিলেয় ক্ষমতায় ছিল ডানপন্থীরা। সিআইএ বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল যাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী শক্তিরই আবার জয় হয়। সেবারকার নির্বাচনে কনজারভেটিভ আর লিবারাল দু'পক্ষের ভোটেই নির্বাচিত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি খোর্থে আলেসসান্দ্রি পেয়েছিলেন পঁয়ত্রিশ শতাংশ ভোট আর তৃতীয় স্থানের প্রার্থী পান মাতাশ শতাংশ। আর আইয়েন্দে পান মাত্র ছত্রিশ শতাংশ আর আইয়েন্দে পান মাত্র ছত্রিশ শতাংশ ভোট। সে দেশের সংবিধান অনুসারে এরকম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ভাবে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন সে দেশের কংগ্রেস তাঁকেই প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে থাকেন। কিন্তু মিলিটারি বাহিনী তখনো আইয়েন্দেকে সমর্থন করতে পারছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে সেনেটও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না কাকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করবে। এক মাস কেটে যায় সিদ্ধান্তহীনতায়। এমন সময় চিলের আর্মি কমান্ডার রেনে শ্রেডারকে আততায়ীরা হত্যা করে। রেনে ছিলেন 'আমি রাজনীতিতে নাক গলাবে না' এই ধারণার সমর্থক। কিন্তু রেনের মৃত্যু আর্মিকে কিছুটা টলিয়ে দেয়। আইয়েন্দের প্রতি সমর্থন করার অনিচ্ছা থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে নেয়। সেসময় বিদায়ী প্রেসিডেন্ট এদুয়ারদো ফ্রেই, রোবেরতো ভিয়াউক্সকে আর্মি প্রধান হিসাবে রেনের স্থলাভিষিক্ত করেন। ফ্রেই ছিলেন দক্ষিণপন্থী জোটের নেতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ পছন্দের নেতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সালভাদোর আইয়েন্দে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে চুক্তি করেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি Statute of Constitutional Guarantees আইনে সাক্ষর করে, তাদের সমর্থন নিয়েই রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নেন। সুতরাং সত্যের খাতিরে একে নিরঙ্কুশ ভাবে জয়লাভ করে প্রেসিডেন্ট হওয়া কোনোভাবেই বলা যাবে না।

১৯৫২ সাল থেকে আইয়েন্দে সে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার জন্য প্রার্থী হয়েছেন। ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬৪ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও পরাজিত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭০ সালে এই পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। চিলেয় এই দীর্ঘ সময়কালে যে গণতান্ত্রিক রেজিম চলেছিল তা নানা দিক থেকেই সে দেশকে ক্রমাগত উন্নতির পথে নিয়ে গেছে। এক বৃহৎ সংখ্যক নাগরিককে রাজনীতির মূল স্রোতের অঙ্গীভূত করেছিলেন। ১৯৫২ সালে দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা নির্বাচনে ভোটাধিকার পেলেন। ১৯৬৪ সালে ভোটাধিকার দেয়া হল ১৮ ও তদূর্ধ তরুণ সমাজকে। এমনকী বিকলাঙ্গদের ও ভোটাধিকার দেয়া হল। এই পরিবর্তন বিশেষ আর আইয়েন্দে পান মাত্র ছত্রিশ শতাংশ ভোট। সে দেশের সংবিধান অনুসারে এরকম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ভাবে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন সে দেশের কংগ্রেস তাঁকেই প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে থাকেন। কিন্তু মিলিটারি বাহিনী তখনো আইয়েন্দেকে সমর্থন করতে পারছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে সেনেটও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না কাকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করবে। এক মাস কেটে যায় সিদ্ধান্তহীনতায়। এমন সময় চিলের আর্মি কমান্ডার রেনে শ্রেডারকে আততায়ীরা হত্যা করে। রেনে ছিলেন 'আমি রাজনীতিতে নাক গলাবে না' এই ধারণার সমর্থক। কিন্তু রেনের মৃত্যু আর্মিকে কিছুটা টলিয়ে দেয়। আইয়েন্দের প্রতি সমর্থন করার অনিচ্ছা থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে নেয়। সেসময় বিদায়ী প্রেসিডেন্ট এদুয়ারদো ফ্রেই, রোবেরতো ভিয়াউক্সকে আর্মি প্রধান হিসাবে রেনের স্থলাভিষিক্ত করেন। ফ্রেই ছিলেন দক্ষিণপন্থী জোটের নেতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ পছন্দের নেতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সালভাদোর আইয়েন্দে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে চুক্তি করেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি Statute of Constitutional Guarantees আইনে সাক্ষর করে, তাদের সমর্থন নিয়েই রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নেন। সুতরাং সত্যের খাতিরে একে নিরঙ্কুশ ভাবে জয়লাভ করে প্রেসিডেন্ট হওয়া কোনোভাবেই বলা যাবে না।

১৯৫২ সাল থেকে আইয়েন্দে সে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার জন্য প্রার্থী হয়েছেন। ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬৪ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও পরাজিত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭০ সালে এই পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। চিলেয় এই দীর্ঘ সময়কালে যে গণতান্ত্রিক রেজিম চলেছিল তা নানা দিক থেকেই সে দেশকে ক্রমাগত উন্নতির পথে নিয়ে গেছে। এক বৃহৎ সংখ্যক নাগরিককে রাজনীতির মূল স্রোতের অঙ্গীভূত করেছিলেন। ১৯৫২ সালে দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা নির্বাচনে ভোটাধিকার পেলেন। ১৯৬৪ সালে ভোটাধিকার দেয়া হল ১৮ ও তদূর্ধ তরুণ সমাজকে। এমনকী বিকলাঙ্গদের ও ভোটাধিকার দেয়া হল। এই পরিবর্তন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আসলে ১৯৩২ সাল থেকে আইয়েন্দের আত্মহত্যা পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বছর ছিল আধুনিকীকরণ হয়েছিল সে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মহলের। মনে রাখতে হবে চিনে থেকে মাত্র দুইজন নোবেল পদক লাভ করেছিলেন তাঁরা দুজনেই এই সময়কালের অর্জন। ১৯৯৫ সালে গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল এবং ১৯৭১ সালে পাবলো নেরুদা। প্রকৃতপক্ষে চিলেয় যে গণতন্ত্র শুরু হয়েছিল ১৯৩২ সাল থেকে তা চূড়ান্ত সাফল্যে পৌঁছায় আইয়েন্দে ১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর। জনসাধারণের দাবী ছিল মূলত চারটি- তামার খনিগুলির জাতীয়করণ, কৃষিসংস্কার, সামাজিক ক্ষেত্রটি বাড়ানো এবং অর্থনীতির মিশ্রণ ঘটানো। প্রেসিডেন্ট হয়েই তিনি সে দিকেই মন দিয়েছিলেন। প্রথমেই ঘোষণা করেন এবার ডিলে La via chilena al socialismo অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের দিকে চিলিয়ান পথ নেবে। এবং তিনি প্রথমেই বেশ কিছু সংস্কার নীতি নিলেন। তার মধ্যে বৃহৎ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণ করে দিলেন। বিশেষ করে তামা এবং ব্যাংকিং সিস্টেম। পাথুরে ও কর্কশ আবহাওয়ার দেশ চিলেতে তামার জোগান অফুরান। অন্যদিকে দরিদ্রতম শ্রেণির উন্নতির জন্য নতুন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বা পাবলিক। ওয়ার্ক প্রোজেক্ট ঘোষণা করতে লাগলেন যাতে গরীবদের কর্ম সংস্থান হয়। অজস্র জনকল্যাণকারী নীতি নিতে শুরু করলেন যার মধ্যে মাপুচের মত পশ্চাৎপদ জনজাতির জন্য বৃত্তি চালু করা, প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কর বৃদ্ধি রদ ঘোষণা, আসন্ন প্রসবা মায়েদের নিখরচায় দুগ্ধ প্রদান, রুটির দাম স্থির করে দেয়া থেকে শিক্ষার সম্প্রসারণে আধ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা যাদের কাজ অংক সহ প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা চিকিৎসা পরিষেবা কম খরচে বা বিনা খরচে ছড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি অসংখ্য কাজ। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বেঁধে দিলেন সারা দেশে। অন্যদিকে করের বোঝা কমানোয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি উপকৃত হচ্ছিল। সারা দেশে অর্থনীতি এমন প্রভাবিত হয়েছিল যে সে দেশে এক বছরে (১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে) মানুষের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় আঠাশ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল এক লাফে। কিন্তু পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতিও বেড়ে চলছিল। আইয়েন্দে এবার কৃষি সংস্কার নীতি গ্রহণ সা করলেন। কৃষিক্ষেত্রে চিলে বরাবরই আমদানি করা খাদ্যপণ্যের উপর নির্ভর ছিল। কিন্তু সি সংস্কারের পরে এখন তা আরো বেড়ে যাচ্ছিল। স ওদিকে চিলের প্রধানতম রপ্তানি দ্রব্য তামার প্র উৎপাদন হু-হু করে কমে যাচ্ছিল। আগে যদি স্বী রপ্তানি ছেষট্টি শতাংশ থাকত এখন তা নেমে এ আটচল্লিশ শতাংশে এসে পৌঁছেছিল।

ঠিক সেইসময় কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রো চিলে সফর করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কিউবার সম্পর্ক তখন খুব খারাপ ছিল। ফিদেলের চিলে সফর হয়েছিল ১০ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে। টানা তেইশ দিন তিনি সেদেশে ছিলেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ৪৫ জন সদস্যের একটি দল। সেখানে থাকাকালীন কোথায় না যাননি তিনি। তামাস কয়লা, ও অন্যান্য খনি অঞ্চল থেকে কারখানা সর্বত্র পরিদর্শন করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়েন্দে ও ফিদেলের মধ্যে বন্ধুত্বের গভীর বন্ধন দেশটিকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবার জন্য নানাবিধ প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। সে বছরেই নোবেল পেয়েছিলেন পাবলো নেরুদা। সত্তর হাজার মানুষের সানে স্টেজিয়ামে প্রেসিডেন্ট আইয়েন্দে তাঁকে গণ সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। নেরুদার সঙ্গে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল তাঁর। এমনকী এর আগে ১৯৬৯ সালে তাঁর হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রচারও করেছিলেন নেরুদা। এসব কাহিনীই হল আনন্দের, সুখে ও উন্নতির কাহিনী। কিন্তু সালভাদের আইয়েন্দের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল কবে? এবং কীভাবে? সে কথা বলতে গেলে আবার ফিরে যাব ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ে। কেননা প্রেসিডেন্ট পদে আইয়েন্দে যাতে শপথ না নিতে পারেন তার জন্য মার্কিন সংস্থা সিআইএ অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল সেই ১৯৭০ সালে নির্বাচনের সময় থেকেই। ২০০০ সালে প্রকাশিত তথ্যে সিআইএ-র পক্ষ থেকে সে কথা স্বীকার করেও নেয়া হয়। পাঠকের মনে থাকবে এই নিবন্ধের শুরুর দিকেই শ্লেইডারের মৃত্যুর কথা জেনেছিলাম আমরা। আসলে শপথ গ্রহণের আগেই তারা তৎকালীন আর্মি প্রধান রেনে শ্লেইডারকে প্রস্তাব দিয়েছিল অভ্যুত্থান ঘটানোর। তিনি অস্বীকার করেন সে প্রস্তাব। তার পরেই তাকে হত্যা করে আততায়ীরা। এ ঘটনাতে আর্মির পক্ষেও সালভাদোর আইয়েন্দের পক্ষে দাঁড়াতে সিদ্ধান্ত নিতে আর অসুবিধা হয়নি। ১৯৭০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মাঝারাত থেকেই অভ্যুত্থানের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। আইয়েন্দে খবর পেলেন তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হতে পারে। তিনি তাঁর সব নেতা মন্ত্রী বন্ধু অনুগামীদের পরদিন সকালে বাসভবনে ডেকে পাঠালেন। সকাল ছ'টায় ভাল পারাইসোতে অভ্যুত্থান শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি ভবন না মোনেদা-তে পৌঁছেই প্রথমে খোঁজ নেন সেনাধ্যক্ষ আগুস্তো পিনোচে কোথায়? বিশিষ্ট খ্রিস্টান নেতা খাইমে গাসমুরি যিনি ক্যাথলিক বান নেতা হিসাবে ক্ষমতাশালী জোট উনিদাদ পপুলার গঠনে মধ্যস্থতা করেছিলেন, ১৯৯৮ সালে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন-''আইয়েন্দে অন্তত একমাস আগে থেকে জানতে পেরেছিলেন বিরাট বিপর্যয় আসতে চলেছে, এক মিলিটারি অভ্যুত্থান হতে চলেছে। এবং আর্মির সমস্ত স্তর থেকে এর সপক্ষে সায় রয়েছে। কিন্তু তিনি নিজেও পালিয়ে না গিয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রাসাদের কুড়ি কিলোমিটার দূরে তখন পিনোচে। তিনি তাঁর বিমান বাহিনী প্রধান গুস্তাভো লেই এবং সামরিক প্রধান খোসে তোরিবিওকে বাহিনীর সামনে সালভাদোর আইয়েন্দের উদ্দেশে চাঁছাছোলা নির্দেশ দিলেন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, কোনো সংসদীয় কচকচি নয়। ১৫/২০ জন বিশ্বস্ত বন্দুকধারী দেহরক্ষী ছিল আইয়েন্দের। আর ছিল প্রচুর সৈন্য। তাদের প্রস্তাব দেয়া হল হয় মরো নাহয় প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও। অধিকাংশই একে একে প্রাসাদ ছেড়ে প্রেসিডেন্টকে ছেড়ে চলে গেল। এমনকি রক্ষীবাহিনীর নেতা সেপুলভেদাও। প্রধান পরামর্শদাতা খোয়ান গারসেসও চলে যান। কিন্তু যাই হোক আইয়েন্দে তারপর তাঁর কন্যাও সচিব বেয়াত্রিসকে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে বলেন, রাষ্ট্রপতির সংবাদমুখ্য ফ্রিদা মোদাকের সঙ্গে তাঁক কিউবার হাভানায় পালিয়ে যেতে বলেন। সে ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছিলেন। অবশিষ্ট ছিলেন গোয়েন্দা প্রধান এদুয়ারদো পারেদেস এবং সাংবাদিক আগুস্তো অলিভার। তাঁদের পরিণতিও আইয়েন্দের মতই হয়েছিল। সাড়ে এগারোটা থেকে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ লা মনোদা থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। এবং শুরু হয়ে বোমা বারুদ বিস্ফোরণ। এই আগুন বোমার মাঝাখানেই প্রেসিডেন্ট রেডিও মাগাইয়েনকে তাঁর শেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যার অন্তিমে ছিল এই বাক্য—"সেদিন দেরী নেই খুব বেশি যেদিন মুক্ত মানুষেরা পথ খুঁজে নেবে উন্নত সমাজ গড়বার"। সেখানে উপস্থিত মানুষেরা পরবর্তীকালে বলেছিলেন বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে নিরন্তর গুলি বোমার ধোঁয়ায় প্রাসাদ হয়ে উঠেছিল নরক। নিঃশ্বাস নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। বিকেল তিনটের সময় সব প্রতিরোধ শেষ হল। প্রথমটায় নানারকম সংবাদ আসছিল। কেউ বলেছিল তাঁর শরীরের ঊর্ধ্বাংশে ১৩টা গুলি ঢুকেছিল, কেউ বলছিল হাতে ও মাথায় একটি করে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল .... ইত্যাদি। অনেক পরে ফিদেল কাস্ত্রো স্বয়ং ঘোষণা করেন "সালভাদোর আইয়েন্দে শেষ নিঃশ্বাস অবধি সিংহের মত লড়াই করেছেন। তাঁকে অভ্যুত্থানের নেতারা হত্যা করেছে না তিনি আত্মহত্যা করেছেন---এই দুই তথ্যের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কেউ বলছেন শেষ গুলি তিনি নিজেই নিজেকে করেছেন যাতে বন্দি না হতে হয়। আবার কেউ বলেছেন শত্রুর গুলিতেই তিনি মারা গেছেন। প্রাসাদে ট্যাংক ও হেলিকপ্টার থেকে বোমা বর্ষণে ছারখার করা হয়েছে বিনা বাধায়। দুটি ভাবেই এই লড়াইয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।" এই হত্যা না আত্মহত্যা বিতর্কে অধিকাংশ নেতাই বলেছেন নিঃসন্দেহে বিতর্কে অধিকাংশ নেতাই বলেছেন নিঃসন্দেহের আত্মহত্যা। তাঁর বুলেবিদ্ধ মৃতদেহ দেখে হত্যা বলবার কোনো যুক্তি নেই। কেননা অভ্যুত্থানের সংবাদ তিনি আগেই পেয়েছিলেন। সমস্ত অনুগামীকে তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন। সমস্ত অনুগামীকে তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পলাতক হয়ে জীবন বাঁচানোর বদলে যে রাজনীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল দেশের প্রতি সেই বার্তা রেখেই মারা গিয়েছিলেন, পালানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অবশ্য তার দশক পরে ২০১১ সালে নানা তদন্ত করবার পর ছিলের আদালত মৃত্যু বিষয়ে রায়দান করেছেন যে মস্তিষ্কে একে ৭৪ রাইফেলের গুলি তীব্র ভ্রাতুষ্পুত্রী স্বনামধন্য লেখিকা ইসাবেল আইয়েন্দে, সোশ্যালিস্ট দলের সেনেটার হয়েছিলেন।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের স্মরণ সভা আয়োজিত হয়।

মণিপুরের ভারত-মায়ানমার সীমান্তে সমাপ্ত ৯.২১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বেড়ার কাজ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : মণিপুরের মোরে জেলায় অবস্থিত ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ৯.২১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া সংস্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে, জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

২০২৩-২০২৪ সালের রিপোর্ট প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় জানিয়েছে, মণিপুরের মোরেতে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ৯.২১৪ কিলোমিটার বেড়া সংস্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। বেড়া বরাবর সীমান্ত-রাস্তা নির্মাণের কাজও সমান্তরালভাবে চলছে। এই প্রকল্পের বলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি, অবৈধ আন্তঃসীমান্ত কার্যকলাপ দমনের পাশাপাশি অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করা ছাড়াও সীমান্তরক্ষীদের টহলে সুবিধা হবে। প্রকল্পের কাজ করছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, উন্মুক্ত সীমান্ত চোরাচালান, অবৈধ অভিবাসন এবং জঙ্গি কার্যকলাপের একটি হটস্পটে পরিণত হয়েছে। ভারতের মণিপুর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি রাজ্য ১,৬৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা মায়ানমার সীমান্ত-ঘেঁষা। এর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ ৫২০ কিলোমিটার, নাগাল্যান্ড ২১৫ কিলোমিটার, মণিপুর ৩৯৮ কিলোমিটার এবং মিজোরাম ৫১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত। ১,৬৪৩ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ১,৪৭২ কিলোমিটার সীমান্তের সীমানা জরিপের কাজ শেষ হয়েছে।

মোরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য হাব-এ বেড়া সংস্থাপন প্রকল্পটি সীমান্ত সুরক্ষিত করতে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেতরে ভারত সরকারের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অন্যতম অংশ।

উন্নত নজরদারি ব্যবস্থার দুটি পাইলট প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলছে। অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুরের এক কিলোমিটার করে এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আসাম রাইফেলসকে। ২০.৮৬২ কিলোমিটার দীর্ঘ বেড়া এবং রাস্তা নির্মাণের কাজ ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেওয়া হয়েছিল বিআরও-কে, জানানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্টে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ উপরাষ্ট্রপতির, জানালেন ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান।

সোশ্যাল মিডিয়ায় রাষ্ট্রপতি ভবন ও উপরাষ্ট্রপতির সচিবালয় উভয় তরফেই এই বিষয়ে জানানো হয় যে, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।

টি-২০ সিরিজ জয় নিউজিল্যান্ডের

নেলসন , ২ জানুয়ারি (হি.স.) : কুশল পেরেরা বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার দ্রুততম টি-২০ সেঞ্চুরির সুবাদে ৩ ম্যাচের সিরিজের শেষ খেলায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭ রানে জয় পেয়েছে শ্রীলংকা। ফলে নিউজিল্যান্ড ২-১ এ সিরিজ জেতে।

শ্রীলঙ্কা ৫ উইকেটে করে ২১৮ রান। এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টি-২০ স্কোর শ্রীলঙ্কার , কারণ এই সিরিজে প্রথমবার প্রথম ব্যাট করেছে শ্রীলঙ্কা।

নিউজিল্যান্ড প্রথম ম্যাচে ৮ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ৪৫ রানে জিতে সিরিজে ২-০ ব্যবধানে সিরিজে এগিয়েছিল।

সিরিজের ক্লিন সুইপ সম্পূর্ণ করার জন্য নিউজিল্যান্ডকে টি-২০ সর্বোচ্চ রান তাড়া করতে হত। রচিন রবীন্দ্র ৩৯ বলে ৬৯ রান করে একটি ভাল সূচনা করেন। কিন্তু মাত্র ৭ রান দূরে থেকে অলআউট হয়ে যায় ২১১ রান করে। রবিবার ওয়েলিংটনে ৩টি ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে মুখোমুখি হবে দুটি দল।

বৃহস্পতিবার ইংলিশ চ্যানেল ও সাত সমুদ্র জয়ী বুলা চৌধুরীর জন্মদিন

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : ছোটবেলা থেকেই জলের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। সাঁতার শুরু করেছেন দু''বছর বয়স থেকেই। ৯ বছরে প্রথম জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ দিয়ে জয়যাত্রা শুরু। উত্থানটা যেমন রোমহর্ষক তেমনই সাফল্যও পেয়েছেন দু''হাত ভরে। ক্রমে ক্রমে বুলা চৌধুরী হয়ে ওঠেন বাংলা তথা ভারতীয় উঠতি সাঁতারুদের কাছে রোল মডেল।

বুলা বলেন, যখন হামাগুড়ি দিতাম, তখন থেকেই জল ভালবাসতাম। বাড়ির কাছেই ছিল পুকুর। আমার বাবা ওখানেই আমাকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যেতেন। বিয়ের আগে বাবা একবার জলে ডুবে যাচ্ছিলেন। তখনই উনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ছেলে মেয়েকে সাঁতার শেখাবেন। সাঁতার কাটতে গিয়ে আমি আর জল থেকে উঠতে চাইতাম না। সেই সঙ্গে বুলা বলেছেন, তখন তো সাঁতারুদের নিয়ে এত পাবলিসিটি ছিল না। তবুও শ্রীরামপুরের একটি সুইমিং ক্লাবে বাবা আমাকে ভর্তি করে দেন। সেই থেকে শুরু।

৮ বছর বয়সে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারের অংশ নেন বুলা। তবে সাফল্য পাননি বলে মেডেল পাওয়ার খিদেটা বেড়ে যায়। সাফল্য আসে ৯ বছর বয়সে। সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন গেমসে ১৯৯১ সালে জেতেন ৬টা সোনা। ১৯৮৯ এ তিনি দূরপাল্লার সাঁতার শুরু করেন এবং সেই বছরই ইংলিশ চ্যানেল পার হন। তিনি খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কারও লাভ করেন তাঁর কৃতিত্বের জন্য। অদম্য জেদ, অসীম সাহস, মনোবল, অক্লান্ত পরিশ্রম, একনিষ্ঠতা ও গভীর অধ্যবসায়ে ভর করে বুলা চৌধুরী এই সাফল্য কুড়িয়েছেন। তিনি শুধু বাংলারই নন বরং মহিলা ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বব্যাপী এক প্রেরণা, তিনি আগামী প্রজন্মের মহিলা খেলোয়াড়দের ক্রীড়া জগতে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক করেছেন ও পাশাপাশি তাঁদের সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বার্তা দিয়েছেন, 'আর যেই সব মেয়েরা লড়াই করছো তাঁদের বলব, অনেকে অনেক কিছু বলবে। শুধু পাখির চোখে লক্ষ্য স্থির রাখো, আর পরিশ্রম করো। নাথিং ইজ ইমপসিবল।'

সর্বশেষ দাবা র‍্যাঙ্কিং: অর্জুন এরিগাইসি চতুর্থ, ডি গুকেশ পঞ্চম স্থানে

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : বুধবার নতুন দাবা র‍্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি. গুকেশ যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছেন।

অর্জুন এরিগাইসি, কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দের পরে ২৮০০ এলো রেটিং ছোঁয়া দ্বিতীয় ভারতীয়, ২৮০১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।

অন্যদিকে, মাত্র ১৮ বছর বয়সী ডি. গুকেশ যিনি গত মাসে চীনের ডিং লিরেনকে পরাজিত করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছেন, ২৭৮৩ রেটিং নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন।

নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন ২৮৩১ রেটিং নিয়ে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছেন। তারপরে রয়েছেন আমেরিকার দুই গ্র্যান্ডমাস্টারফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা (২৮০৩) এবং হিকারু নাকামুরা (২৮০২)।

ভারতের প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ, ২৭৫০ রেটিং নিয়ে শীর্ষ ১০-এ স্থান ধরে রেখেছেন এবং বর্তমানে ১০ম স্থানে রয়েছেন।

ভারতীয় দাবা বিশ্বে নতুন শক্তি প্রদর্শন করে, এরিগাইসি, গুকেশ এবং আনন্দ ছাড়াও আরও ৬ জন ভারতীয় শীর্ষ ৫০-এ রয়েছেন। এরা হলেনআর. প্রজ্ঞানানন্দা (১৩তম), অরবিন্দ চিথাম্বরম (২৩তম), বিদিত গুজরাধি (২৪তম), পেন্টলা হরিকৃষ্ণ (৩৬তম), নিহাল সারিন (৪১তম) এবং রৌনক সাধওয়ানি (৪৮তম)।

মহিলা বিভাগে, সদ্য বিশ্ব র‍্যাপিড দাবা চ্যাম্পিয়ন হওয়া কোনেরু হাম্পি ২৫২৩ রেটিং নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন। চীনের প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হাউ ইফান ২৬৩৩ রেটিং নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন। তারপরে রয়েছেন জু ওয়েনজুন (২৫৬১), তান ঝোংই (২৫৬১), এবং লেই টিংজি (২৫৫২)।

দিল্লিতে ৩ জানুয়ারি একাধিক কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর, স্বাভিমান ফ্ল্যাটের করবেন উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) দিল্লিতে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী দিল্লির অশোক বিহার এলাকায় অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য ১ হাজার ৬৭৫টি নব নির্মিত স্বাভিমান ফ্ল্যাটের উদ্বোধন করবেন।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়ে লিভারপুলের সঙ্গে ব্যবধান কমাল মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল

লন্ডন, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে নতুন বছরের শুভ সূচনা করল আর্সেনাল। আর এই জয়ে লিগ টেবিলে দুই নম্বরে ফিরল মিকেল আর্তেতার দল। সেইসঙ্গে লিভারপুলের সঙ্গে ব্যবধান ৬ পয়েন্টে নামিয়ে আনল আর্সেনাল।

প্রথমার্ধের ১৩ মিনিটে গোল খেয়ে বসে আর্সেনাল। মিকেল ডামসগার্ডের পাস থেকে বক্সে ঢুকে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বল জালে পাঠান এমবিউমো। ২৯ মিনিটেই সমতায় ফেরে আর্সেনাল। বক্সের বাইরে থেকে থমাস পার্টির শট ব্রেন্টফোর্ড গোলরক্ষক ভালোভাবে বিপদমুক্ত করতে না পারায় সেই বল হেডে গোলে পাঠায় জেসুস। প্রথমার্ধ থাকে ১-১।

এরপর দ্বিতীয়ার্ধে ৩ মিনিটের মধ্যে দুটি গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আর্সেনাল। ৫০ মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে জটলার ভেতর থেকে বল জালে পাঠান মেরিনো। এরপর ৫৩ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে শটে স্কোরলাইন ৩-১ করেন মার্তিনেল্লি।এই জয়ে লিভারপুলের সঙ্গে আর্সেনালের ব্যবধান হল ৬ পয়েন্টের। ১৯ ম্যাচে ১১ জয় ও ৬ ড্রয়ে আর্তেতার দলের পয়েন্ট হলো ৩৯। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। আর ১৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বাদশ স্থানে আছে ব্রেন্টফোর্ড।

হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পঞ্জাবের রাজ্যপালের

সিমলা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পঞ্জাবের রাজ্যপাল। এদিন পঞ্জাবের রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর সঙ্গে দেখা করেন।

জানা গেছে, উভয়ের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ পর্বে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুর সুখবিন্দর সিং সুখু পঞ্জাবের রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়াকে শাল ও হিমাচলের টুপি দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ (কর্নেল) ধনি রাম শান্ডিল এবং কৃষিমন্ত্রী চন্দ্র কুমারও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় ইডি-র হানা, এক যুবকের দোকানে তল্লাশি

মুর্শিদাবাদ, ২ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার নিমা গ্রামে ইডি-র হানা। এক যুবকের দোকানে কেন্দ্রীয় সংস্থা হানা দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। ওই যুবক মোবাইলের পার্টসের ব্যবসার পাশাপাশি লটারির ব্যবসা করে বলেই জানা গিয়েছে। যুবকের নাম রাহি শেখ। এদিকে, বৃহস্পতিবার সাতসকালে মেদিনীপুরে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে আয়কর দফতর হানা দেয়। এদিন সকালে মেদিনীপুর শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদর ঘাট এলাকায় আসে আয়কর দফতরের একটি প্রতিনিধি দল। চলছে তল্লাশি।

কৃষ্ণনগর যাওয়ার পথে উল্টে গেল যাত্রিবাহী বাস, আহত কয়েকজন যাত্রী

কৃষ্ণনগর, ২ জানুয়ারি (হি.স.): নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজুলিতে উল্টে পড়ল যাত্রিবাহী বাস। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর-করিমপুর রাজ্য সড়কে বড় আন্দুলিয়া পেট্রল পাম্পের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। যার জেরে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। স্থানীয়রাই প্রথমে আহতদের উদ্ধার করে। পরে ঘটনাস্থলে আসে চাপড়া থানার পুলিশ। আহতদের তেহট্ট মহকুমার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাসের বেশ কয়েকজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পারিবারিক অশান্তির জের, বারাসতে গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা

বারাসত, ২ জানুয়ারি (হি.স.): পারিবারিক অশান্তির জেরে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার সকালে বারাসতের কাজিপাড়ায় ভয়ঙ্কর এই ঘটনা ঘটে। পারিবারিক অশান্তির জেরে গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। আহত স্ত্রীর নাম ফতেমা বিবি। আপাতত, বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গৃহবধূ। অভিযুক্ত স্বামী পলাতক। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে খুঁজছে।

ফর্মুলা ওয়ান কিংবদন্তি মাইকেল শুমাখারের জন্মদিন শুক্রবার

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার ৭ বারের চ্যাম্পিয়ন, ৯১টি গ্র্যান্ড প্রিক্স জয়ী, ২০০০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ইতালীয় দলের সাথে টানা ৫টি শিরোপা জয়ী ফর্মুলা ওয়ান কিংবদন্তি মাইকেল শুমাখার ৫৬ বছরে পা দেবেন। মাইকেল শুমাখারের ছেলে মাইক শুমাখার বাবার জন্মদিন উপলক্ষে সমাজ মাধ্যমে তাঁর বাবার দুটি ছবি দিয়ে আবেগঘন পোস্ট করেন। ছবির ক্যাপশনে মাইক বলেন, হ্যাপি বার্থডে টু দ্য বেস্ট ড্যাড এভার লাভ ইউ। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ফরাসি আল্পসে স্কিইং করার সময় গুরুতর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে মাইকেল শুমাখার কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন গত ১০ বছর। দু''বছর আগে তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছেন কিছুটা। পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন। সেই কিংবদন্তি মাইকেল শুমাখারের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর বন্ধুবান্ধব আগাম সমাজ মাধ্যমে বলেন ,'হ্যাপি নিউ ইয়ার ও শুভ জন্মদিন। মাইকেল শুমাখার সময় পেরিয়ে যায়, কিন্তু কিছু জিনিস বদলায় না। তুমি এখনও সর্বকালের সেরা।'

মালদায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে

মালদা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): মালদার ইংলিশবাজার পুরসভা এলাকায় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বর্তমান কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো দুষ্কৃতীরা। দুলাল (বাবলা) সরকার নামে ওই কাউন্সিলরের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ওই তৃণমূল নেতা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে মালদার ঝলঝলিয়া মাতাল মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন দুলাল সরকার। আশেপাশে তখন ব্যস্ত মানুষজন। তারই মধ্যে বাইকে করে এসে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁদের মুখ হেলমেটে ঢাকা ছিল। প্রথম দুটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও, তৃতীয় গুলিতে বিদ্ধ হন তৃণমূল নেতা। এরপরেই সেখান থেকে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে দুলালের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সিডনি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার একাদশে নতুন মুখ

সিডনি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : সিডনিতে জয় পেলেই যেমন দীর্ঘ এক দশক পর বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি ঘরে তুলতে পারবে অস্ট্রেলিয়া। তেমনি একই সঙ্গে টানা দ্বিতীয় বারের মতো বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও উঠবে তারা। তাই সিরিজের শেষ সিডনি টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুখোমুখি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-ভারত, শুক্রবার থেকে এই টেস্ট শুরু হচ্ছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ টেস্টের আগে পেসার মিচেল স্টার্ক এবং অলরাউন্ডার মিচেল মার্শকে নিয়ে অনিশ্চয়তায় ছিল অজিরা। শেষ পর্যন্ত স্টার্ককে নিয়ে অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে। তিনি সিডনিতে খেলছেন। তবে ইনজুরি থাকার জন্য একাদশ থেকে বাদ গেছেন মার্শ।তার জায়গায় আসছেন তাসমানিয়ান অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার। এটা তাঁর অভিষেক ম্যাচ। বিষয়টি বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

সিডনি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার একাদশ:

স্যাম কনস্ট্যাস, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ, ট্রাভিস হেড, বিউ ওয়েবস্টার, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটকিপার), প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন ও স্কট বোল্যান্ড।

Press Notice Inviting e- Tender No. 08/Comdt.8thbntsr/PNIET/2024-25
Dated, 31-12-2024.

The Commandant 8th Battalion TSR (IR-III), Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central and State Public Sector Undertaking/ Enterprise and eligible contractors/ firms/ agencies of appropriate class with registered P.W.D/TTAADC/MES/CPWD/Railway/other state P.W.D up to 03 P.M on 10.01.2025 for the following

Sl. No.	Name of works	Estimated cost	Earnest money	Time for completion	Last date and time for documents downloading and Bidding	Time and date of opening of technical bid	Document downloading and bidding at application	Class of bidder
01.	Construction of Guest room(size 16'x12') full wall in/c 3' front verandah with GCI sheet roofing, attached toilet and bathroom, septic tank etc. at Kacharicherra post under 8th Bn TSR (IR-III) (5th call) **(DNITNo.09/comdt8thbntsr/DNIT/2024-25)**	Rs.6,11,021/-	Rs. 12,220/-	60(sixty) Days	1500 hrs on **10.01.2025**	At 1700hrs on **10.01.2025**	https://tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class
02.	Construction of Guest room(size 16'x 12') full wall in/c 3' front verandah with GCI sheet roofing, attached toilet and bathroom, septic tank etc. at Mohan post under 8th Bn TSR(IR-III) (6th call) **(DNITNo.10/comdt8thbntsr/DNIT/2024-25)**	Rs.6,11,021/-	Rs. 12,220/-	60 (sixty) Days				
03	Construction of 01(one) full wall Barrack (size 30' X 15') with brick pillar in/c 5' front verandah with Galvalume sheet roofing, tiles flooring, attached toilet with internal water supply, sanitary installation and septic tank etc. at Biswaram Para post under 8th Bn TSR(IRIII)(2nd call) **(DNIT No.11/comdt8thbntsr/DNIT/2024-25)**	Rs.11,10,179/-	Rs. 22,204/-	60 (sixty) Days				

Eligible bidders shall participate in bidding only in https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x 7 until the time of bid closing, with option for re-submission, wherein only their latest submitted bid would be considered for evaluation. The e- Procurement website will not allow any bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

ICA/C/3120/25

For & on behalf of Governor of Tripura.
(Amarjit Debbarma) Commandant
8th Battalion TSR (IR-III)

WALK-IN-INTERVIEW

A walk-in-interview will be held at Women's College, Agartala on from 11:30 A.M to 3.00 P.M for the engagement of Contractual Teachers for PG Course in Bengali & English.

Essential Qualification:-

At least 55% marks in Master Degree in the relevant subject. 5% relaxation in marks will be applicable for SC/ST/PH/Ph.D candidates. Preference will also be given to the candidates having NET/SLET/Ph.D.

Interested candidates are requested to appear before the Interview Board with all the necessary testimonials in original and photocopy of the same alongwith an application in plain paper. Engagement will be made on merit basis taking into account the API score & interview. Selected candidates will be engaged with an honorarium of Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand) only, per month for 11 months from the date of their joining. The engagement will be purely on temporary basis. No TA/DA will be given to candidates for appearing in the interview.

ICA/D/1610/25

Principal-in-charge
Women's College, Agartala

HOME DEPARTMENT
Dated, Agartala, the 2024.

NOTIFICATION

In continuation to the Department's Notice of even number dated 7th October, 2024, the State Government is pleased to issue this Notification authorizing carrying out of Field Firing Practice with small arms by the 7th Bn. TSR (IR-VI) at Sangkumabari, Jampuijala, Sepahijala District for a term of 3(three) years commencing from the dated of issue of the Notification under sub-section (2) of section 9 of the Maneuvers, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act V of 1938).

SCHEDULE

Land measuring 0.86 acre comprised in the Plot number mentioned below at Sangkumabari, Jampuijala under Sepahijala District, Tripura.

Name of Mouza	Khatian	CS Plot No.	Area of land (in acre)	Remarks
Sangkumabari	251/1 206 206 287/2	110 111 113/p 114/p	0.16(Lunga) 0.30(Lunga) 0.05(Tilla) 0.35(Tilla)	At present occupied by 7th Bn. TSR(IR-VI)
		Total area	0.86	

ICA/D-1613/24

By order of the Governor
Under Secretary to the Government of Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 28/ee-ied/amb/2024-25 Dated: 31/12/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	63/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 19,64,057.00	₹ 39,281.00	Upto 17.00 Hrs on 21/01/2025	At 10.00 Hrs on 22/01/2025
2	64/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 15,76,348.00	₹ 31,527.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

ICA/C/3115/24

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
M: +91-94361-24519

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ঘুমাতে গিয়ে শরীরে ব্যথা

ঘুমানোর সময় আপনার কি কোমরে বা পিঠে ব্যথা করে? কিংবা ঘুম থেকে উঠে হাত বা কোমর-পিঠে টান লাগে? তার মানে আপনার শোওয়ার ধরণ সঠিক নয়। বিশেষ করে বয়স বাড়লে সেই ব্যথাও বাড়তে থাকে। সেই কারণেই বেকায়দায় চোট লেগেছে আপনার। এতে চিন্তার কিছু নেই। এমনটা হতেই পারে অনেকের রাত্রিবেলা ঘুমানোর সময়। আমরা ঘুমের ঘরে অর্ধচেতন অবস্থায় থাকার ফলে কী পোজিশনে ঘুমাচ্ছি সেটা বুঝি না। সেই কারণেই এমন কিছু কৌশলে আমাদের রপ্ত করতে হবে যার জন্যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সহজেই। ১. বেশিরভাগ সময়েই আমরা সোজা হয়ে শুই। অর্থাৎ আমাদের পিঠ স্পর্শ করে বিছানা। এটা আপাতভাবে লাভজনক কারণ এতে মেরুদন্ড, গলা ও কাঁধ সমান্তরালে থাকে। কিন্তু যারা বয়স্ক তাদের জন্যে এটা খারাপ। কারণ পিঠের নীচের অংশে ব্যথা বা নাক ডাকার অভ্যেস থাকলে সেক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে। ২. শরীরকে একপাশে করে শুলে বিশেষ করে বাঁদিক ঘেঁষে শুলে অনেক উপকারিতা আছে। রিসার্চ বলছে এটাই একদম সঠিক শোওয়ার ধরণ কারণ এতে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা যেমন জয়েন্ট ও পিঠের নীচের অংশে ব্যথা ও অনেক ক্রনিক ব্যথাও কমে যায়। এতে পরিপাক প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি ও সহজে হয় আর মস্তিস্ক সচল রাখতেও সাহায্য করে। প্রিয়জনের জন্মদিনে গিফট করুন বিশেষ উপহার উপুড় করে শোয়াটা একেবারেই ভালো নয় ও ডাক্তারেরাও এটিকে এড়িয়ে যেতে বলেন। এর ফলে হাত, গলা, কাঁধে ব্যথা হয়ে যায় ও যাদের আগে থেকেই ব্যথা ছিল তাদের ব্যথা আরো বেড়ে যায়। যেহেতু এই পোজিশনে শরীরের বেশিরভাগ ওজন থাকে মধ্যেকার অংশে, তাই মেরুদন্ড সোজাভাবে থাকতে পারে না। . আমরা অনেকেই হাঁটু মুড়ে ঘুমাই। হাত দুটি হাঁটুর কাছেই থাকে। গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে ও পিঠের নীচের অংশে ব্যথার জন্যে এটা বেশ কার্যকরী। কিন্তু খুব জড়োসড়ো হয়ে শোয়াটাও খারাপ কারণ এতে জয়েন্টে চাপ পড়ে ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে। রক্ত চলাচল করতেই সমস্যা হয়। তবে যারা ঘুমের ঘরে এভাবে শুতে অভ্যস্ত তাদের জন্যে মাথার নীচে একটা বালিশ ও তক্তা বা তোষক থাকা উচিত।

মোটা হওয়ার ভয় ভুলুন নিশ্চিন্তে নিয়ন্ত্রণে খান ভাত

আজকাল আমরা অনেকেই দেখা যায় খাদ্যের তালিকায় বাদ দিয়ে দিই ভাত। তবে এটা একেবারেই খারাপ। হ্যাঁ, যে কোনো খাবার বেশি পরিমাণে খেলে তার প্রভাব শরীরে পড়বেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভাতই দায়ী আপনার ওজন বাড়ার জন্যে। নতুন গবেষণা আমাদের এই ধারণায় জল ঢেলে দিয়েছে। নতুন গবেষণা বলছে মন ভরে ও পেট ভরে ভাত খেতে পারেন সকলেই। কারণ ভাতের যে গুণগুলি রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের কাছে। এছাড়া আমাদের দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার পেট চলে এই কৃষিকাজে যেখানে ধান, গম চাষই মুখ্য। তাই সেই দেশে মূল খাবারে ভাত বাদ রাখাটাও একপ্রকার বিলাসিতাই বলা যায়। ১. কাজ করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে গেলে ভাত আপনাকে যোগাবে শক্তি। এক বাটি ভাত খেতেই পারেন যারা ডায়েট করছেন তারাও। বিশেষ করে যাদের দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে অফিসের কাজে বা বাড়ির কাজে, তাদের জন্যে এটা খুব পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। এতে থাকা কার্বোহাইড্রেট শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মস্তিষ্কেরও একটানা কাজ করার ক্ষমতা চলে আসে। আরো পড়ুন- প্রাইমার-ফাউন্ডেশন-কনসিলার ছাড়ুন, বেস মেকআপ হবে একটাই প্রোডাক্টে ২.মাড়ির কার্যক্ষমতা বাড়াতে পারে ভাত। যেহেতু চিবিয়ে খেতে হয় তাই দাঁতের জোর বাড়ে। আবার দ্রুত হজম হয় বলে হজম ক্ষমতার উপর কোনো চাপ পড়ে না। সেই সঙ্গে টক্সিন বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দিতে পারে একবাটি ভাত ও শরীরকে আদ্রও রাখে। ৩. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ভাত। একবাটি ভাত খেলে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরে যায়। এতে কোলেস্টেরল ও সোডিয়ামের মাত্রা কম থাকায় ওজন বাড়তে দেয় না। ফাইবার বেশি থাকায় ওবেসিটি নিয়ন্ত্রণে থাকে। ৪. ভাত খেলে ভালো থাকে হার্ট। রাইস ব্র্যান অয়েলও খুব ভালো কোলেস্টেরল ও ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে। তাই ডাক্তারেরাও আজকাল এই তেলেই রান্না করতে বলছেন। ডায়াবেটিস ও হাইপার টেনশনের যম এই ভাত। ব্লাড সুগার লেবেলও থাকে নিয়ন্ত্রণে। কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য খুব ভালো থালে একবাটি ভাত প্রতিদিন খেলে।

হেঁচকি কেন উঠে, থামাবেন কীভাবে?

খাবার খাওয়ার সময়, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের মধ্যে অথবা অবসর কাটানোর সময় হঠাৎ হেঁচকির প্রকোপ শুরু হওয়াটা খুব সাধারমত একটি বিষয়। এমনকি কোনো কারণ ছাড়াই যখন তখন মানুষের হেঁচকি শুরু হলে তা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিপাকতন্ত্রের গোলমালের কারণেই মানুষের হেঁচকি আসে। মানুষের হেঁচকি আসে কেন? বিজ্ঞানীরা শত শত বছর ধরে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিহীন এই শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা সুনির্দিষ্ট কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। হেঁচকির সময় শ্বাসনালীতে খিঁচুনির মত হয় যার ফলে শ্বাসযন্ত্রে দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে। তখন ভোকাল কর্ড ভোকাল কর্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে হিক শব্দ তৈরি হয়। ফুসফুসের নীচের পাতলা মাংসপেশীর স্তর, যেটিকে ডায়াফ্রাম বলে, হঠাৎ সংকোচনের ফলেই হেঁচকি তৈরি হয়। হেঁচকি ওঠার একশো'র বেশি মেডিক্যাল কারণ থাকতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো খুবই সামান্য কারণেই হয়ে থাকে। ওষুধ নির্মাতা সংস্থা অ্যাকমের সিনিয়র ম্যানেজার ও চিকিৎসক আফরোজা আখতার বলেন, হেঁচকির সবচেয়ে সাধারণ কারণ দ্রুত খাবার গ্রহণ করা।

দ্রুত খাওয়ার কারণে খাবারের সাথে সাথে পেটের ভেতর বাতাস প্রবেশ করার কারণে ভ্যাগাস নার্ভের কার্যকলারপ বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে হেঁচকি তৈরি হয়। চেতনানাশক, উত্তেজনাবর্ধক, পার্কিনসন্স রোগ বা কেমোথেরাপির বিভিন্ন ধরনের ওষুধ নেওয়ার ফলেও হেঁচকি তৈরি হতে পারে। এছাড়া কিছু অসুখের ক্ষেত্রেও মানুষের হেঁচকি হতে পারে। কিডনি ফেল করলে, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে মাল্টিপল ক্লেরোসিস বা মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রেও অনেকের হেঁচকি তৈরি হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই হেঁচকি শুরু হওয়ার জন্য এসব কোনো কারণেই দরকর হয় না। হাসি বা কাশির মধ্যে, অতিরিক্ত মদ্যপান, অতিদ্রুত খাবার গ্রহণ করা বা ঝাঁকসহ পানীয় বেশি পরিমাণে খেলে হেঁচকি সুরু হতে পারে, তবে কোনো ধরনের কারণ ছাড়াও হেঁচকি আসাটা একেবারেই অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। হেঁচকি ওঠাঠা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং সাধারণত মিনিটখানেকের মধ্যেই তা স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় হেঁচকির উদাহরণও কিন্তু রয়েছে। যেমন সবচেয়ে বেশি সময় ধরে হেঁচকি ওঠার বিশ্ব রেকর্ডের উদাহরণ হিসেবে মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের চার্লস অসবোর্নের ঘটনাকে। ১৯২২ সালে হেঁচকি তোলা শুরু করেন তিনি, কথিত সেসময় তিনি একটি শূকর ওজন করার চেষ্টা করছিলেন।

হেঁচকি থামানোর উপায় ঃ ঘরোয়াভাবে হেঁচকি থামানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মূলত দুইট মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। একটি হলো রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যেন শ্বাসনালীতে খিঁচুনি বন্ধ হয়। আরেকটি হল শ্বাসপ্রশ্বাস ও গলধকরণে মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ভ্যাগাস স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত কর। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী কয়েকটি পদ্ধতিতে হেঁচকি থামানো যায় ঃ- ১) কাগজের ব্যাগে নিঃশ্বাস ফেলা , ২) দুই হাঁটু বুক পর্যন্ত টেনে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া, ৩) বরফ ঠাণ্ডা জল খাওয়া, ৪) কিছু দানাদার চিনি খাওয়া, ৫)লেবুতে কামড় দেওয়া বা একটু ভিনেগারের স্বাদ নেওয়া, ৬) স্বল্প সময়ের জন্য দম বন্ধ করে রাখা, কখন চিকিৎসার পরামর্শ নিতে হবে ঃ হেঁচকি সাধারণত আপনা থেকেই ভাল হয়ে যায়, তবে যদি অতি দীর্ঘসময় ধরে হেঁচকি উঠতে থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

শরীর ফিট রাখতে ছাড়ুন বাইক, সাইকেল চালানোর অভ্যাস করুন

সুস্বাস্থ্য ও নিরোগ শরীর কে না চায়। কিন্তু শুধু তা চাইলেই তো হবে না, সুস্থ শরীর পেতে গেলে আজই আপনাকে নিজের প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দেও বদল আনতে হবে। আজকের দুনিয়ায় স্বল্প যাত্রার পথে যেতেও অনেকেই বাইকেই বেশি স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এতে ব্যয়ও যেমন বেশি, তেমনি শরীরেরও দফারফা। তাছাড়াও ঝুঁকি তো রয়েছেই। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শরীর ফিট রাখতে কম দূরত্বের পথ যেতে বাইক ছাড়ুন। বদলে সঙ্গী করুন সাইকেলকে। দু'চাকার এই যান পরিবেশবান্ধব তো বটেই তেমনি এটি আপনার শরীরেও যথাসাধ্য খেয়াল রাখবে।

স্বল্প দূরত্বের বাহন গ্রাম থেকে গুরুত্বপূর্ণ মাংসপেশিগুলো বিভিন্ন মাত্রায় কাজে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে, পেশির গঠন দৃঢ় হয়। অন্য অনেক খেলাধুলার তুলনায় সাইক্লিংয়ে তেমন কোনও শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। অধিকাংশ মানুষই সহজেই সাইকেল চালাতে পারেন। একবার এটি শিখে ফেলতে পারলে সারা জীবনেও ভুলবেন না। অনেক ব্যায়াম বা শারীরিক অনুশীলনের চেয়েও সাইকেল চালানো অনেক সহজ।

সাইকেল আপনার শরীরে গঠন ঠিক রাখে। নিয়মিত সাইক্লিংয়ে আপনার সাধের শরীরে মেদ জমবে না। শারীরিক কার্যক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সার্বিকভাবেই যা আপনাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী

শহরসব জায়গাতেই একটা সময় সাইকেল ব্যবহৃত হতো। তবে বর্তমান সময়ে অনেকেই কম পথ যেতেও বাইক বা অন্য যানেই ভরসা রাখছেন। তা করতে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই শরীরের নানা ক্ষতি ডেকে আনছেন। তাই এবার নজর বদলান। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে আজই ঘরে আনুন সাইকেল। সাইকেল চালানোর স্বাস্থ্যগত কিছু উপকারের কথা বিস্তারিতভাবে জানানো হল।মানবস্বাস্থ্য এবং শারীরিক দক্ষতা বাড়াতে সাইক্লিংয়ের জুড়ি নেই। সাইকেল চালানোর সময় আমাদের শরীরের হতে সাহায্য করবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত সাইকেল চালালে আপনার শরীরের রক্ত সংবহন পদ্ধতি ঠিক থাকে। শরীরের প্রতিটি অংশে প্রয়োনজনীয় রক্ত স্বাভাবিক গতিতে পৌঁছতে পারে। যা আপনাকে অনেক কঠিন রোগ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। সাইকেল চালানোর অভ্যাস আপনাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখবে। তাই আর দেরি নয়। নিজেকে ও পরিবারের অন্যদেরও সাইকেল চালাতে উৎসাহ দিন। দেখবেন, দ্রুত ফল পাবেন।

রাতের খাবার না খেলে শরীরের পক্ষে তা ভাল না?

এই গরমে ঘরের কাজ করতেই প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। শরীরচর্চা করার কথা ভাবাও যেন অন্যায়। তবে, যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য শরীরচর্চা করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে দুম করে কসরত বন্ধ করে দেওয়া বিপজ্জনক। শরীরের বাড়তি ক্যালোরি যদি ঝরিয়ে ফেলতে না পারেন তা শরীরের আনাচকানাচে জমতে শুরু করে। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই রাতে কিছু খান না। এক প্রকার সেই ভয় থেকে আপনিও রাতের খাবার খাওয়া বন্ধ করেছেন। কিন্তু এমন অভ্যাসে শরীরের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না তো?

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এই ধরনের অনিয়ম এক একজনের শরীরে এক এক রকম প্রভাব ফেলে। তাই জিমে না গেলেও কোনও খাবার বাদ দেওয়া যাবে না। মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রুখতে বরং গোটা দিন ধরে অল্প অল্প করে খাবার খাওয়া যেতে পারে। সেই খাবার যেন সুষম হয়। অর্থাৎ প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজে সমৃদ্ধ হয়।

রাতে খাবার না খেলে শরীরে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে? ১) ডিনার না খেলে বিপাকহার জনিত সমস্যা হতে পারে। যার ফলে ওজন ঝরানো বেশ কঠিন হয়ে যায়। ২) পুষ্টিবিদদের মতে, রাতের খাবার না খেলে উল্টে খিদে বেড়ে যেতে পারে। অনেকের মধ্যেই "বিঞ্জ ইটিং"-এর প্রবণতা বেড়ে যায়। যা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

৩) হঠাৎ এই পরিবর্তনে রক্তে শর্করার মাত্রায় হেরফের হতে পারে। ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে খাবারে অনিয়ম কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার কীভাবে কাজ করে?

এই সার ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় হওয়ায় ধুয়ে মুছে বা উবে কোন প্রকারে অপচয় হয় না এবং ফসল পায় ১০০ শতাংশ খাদ্য। স্পে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা এই সার কিউটিকল ও পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পাতারা কোষে কোষে পৌঁছে ফসলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দশার যথা - ফুল আসা, ফল ধরায় যথার্থ পুষ্টির যোগান দেয় ও ফসলের বিভিন্ন বিকাশ পর্যায়ে সাহায্য করে যা কৃষককে ফসলের উচ্চ ফলন পাওয়াকে নিশ্চিত করে। এই সার ফসলকে অনুর্বর মাটিতেও যথার্থ পুষ্টি দানের মাধ্যমে বাড়তি ফলন দিতে সাহায্য করে। ধান, ফুল, ডালশস্য, তৈলবীজ প্রভৃতি চাষে ইউরিয়া ফসফেট অত্যন্ত কার্যকরী, পক্ষান্তরে উচ্চলাভযুক্ত ফসল ও পটাশ পছন্দকারী ফসল যথা সবজি, আলু, কচু, আদা, ওল, বাদাম, ফল ও অন্যান্য বাগিচা ফসলে এন পি কে ১৮:১৮:১৮ ফসলের ফলন ও গুণমান বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী।পশ্চিমবঙ্গে অনুসেচ ব্যবস্থার প্রচলন এখনো জনপ্রিয় হয়নি। স্বল্পমূল্যের অনুসেচ ব্যবস্থার প্রসার বিশেষত সবজি ও ফল চাষে একান্ত জরুরি। অনুসেচ বা বিন্দু সেচ ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তুলে ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার গাছের গোড়ায় গোড়ায় শিকড়ের কাছে জলসেচের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে জল ব্যবহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার ব্যবহারের উৎকর্ষতা অত্যন্ত উচ্চ মানের হবে, তাতে খরচও বাড়বে উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয়। ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সারের সংরক্ষণ ও প্রয়োগ বার্তা ---এই সার প্যাক করা ব্যাগে অনেক বছর মজুদ করা যায়, তবে খোলা ব্যাগ ব্যবহার করে ফেলতে হবে বা ব্যাগের মুখ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে অন্যথা সারের উপাদান নষ্ট হতে পারে বা আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। দীর্ঘদিনের মজুতে সার জমে গেলেও এর মিশ্রণ যোগ্যতা, মৌল কণা উপাদানের পরিমাণ ও কার্যকারিতা অপরিবর্তিত থাকে। এই সার সকাল ১০টার আগে ও বিকাল ৪টার পরে স্প্রে করা বাঞ্ছনীয়। ঝোড়ো হাওয়া বা বৃষ্টির দিনে স্প্রে করা উচিত নয়। সারের সর্বোচ্চ শোষণ ও আত্তিকরণের জন্য স্প্রে-র সময় পাতার নিচের পৃষ্ঠতল সম্পূর্ণ ভিজানো দরকার। সঠিক মাত্রায় স্প্রে করা উচিত কারণ মাত্রা বেশি হলে ফলনের যেমন ক্ষতি হতে পারে তেমনি মাত্রা বা ঘনত্ব কম হলে স্প্রে অকার্যকর হবে। উপযুক্ত মাত্রা হল প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম অর্থাৎ ১ শতাংশ। ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণমান উন্নত করার পাশাপাশি ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার পরিবেশবান্ধব ও অতি সহজে পাতার স্প্রে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায় বলে এই সারের ব্যাবহার কৃষকদের কাছে শীঘ্রই আবশ্যিক হয়ে দাঁড়াবে। পাতার মাধ্যমে শোষিত বা অনুসেচত সহযোগে ব্যবহৃত এই সার পাতার ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ ও শর্করা উৎপাদন বাড়িয়ে উদ্ভিদের জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ায় ফলে ফসলের পরিবহন তন্ত্রের মাধ্যমে পুষ্টি মৌল কণার আত্তিকরণের বৃদ্ধি ঘটে, ফসল পায় উপযুক্ত পুষ্টি।

ব্যায়াম করতে গিয়েই পেশিতে টান পড়ছে?

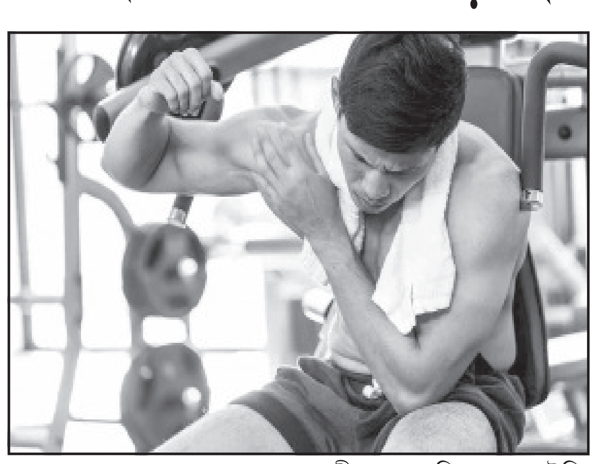

সুস্থ থাকতে প্রতি দিনের ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট থাকা যেমন জরুরি, তেমনই পর্যাপ্ত মাত্রায় ভিটামিন, খনিজ পদার্থও চাই শরীরের। আর এই খনিজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ক্যালশিয়াম। আমাদের হাড়, দাঁত সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ক্যালশিয়াম। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হয়।

তখনই শুরু হয় নানা রকমের শারীরিক সমস্যা। সমস্যা প্রতিরোধের জন্য সাপ্লিমেন্টও খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তবে কোন কোন লক্ষণ দেখে বুঝবেন যে শরীরে এই খনিজের অভাব হচ্ছে? ১) শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হলে পেশি ব্যথা, ক্র্যাম্প এবং খিঁচুনি অনুভব করতে পারেন। হাঁটাহাঁটি বা নড়াচড়া করার সময় উরু ও বাহুতে ব্যথা ছাড়াও হাত, বাহু, পা ও মুখের চারপাশে অসাড়তাও অনুভব হতে পারে। এ ধরনের সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়। ২) ক্যালশিয়ামের অভাব হলে চরম ক্লান্তিভাব আসতে পারে। সব সময়ে আলস্য বোধ হতে পারে। এর প্রভাবে অনিদ্রার সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া, হালকা মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা এবং ব্রেন ফগও হতে পারে যেটি মনোযোগের অভাব, ভুলে যাওয়া এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ৩) শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হলে ত্বক শুষ্ক, নখ ভঙ্গুর, চুল মোটা, এগজিমা, ত্বকের প্রদাহ, চুলকানি এবং সোরিয়াসিসের মতো সমস্যা হতে পারে। ৪) আমাদের শরীরে ক্যালশিয়ামের সামগ্রিক মাত্রা কমে গেলে, শরীর হাড় থেকে ক্যালশিয়াম শুষে নেয়। এ কারণে হাড় ভঙ্গুর এবং আঘাত প্রবণ হয়ে ওঠে। অস্টিওপরোসিস রোগ বাসা বাঁধে শরীরে।

সিগারেট ছাড়তে ভেপিংয়ের নেশায় আসক্ত?

মধ্যরাতে হঠাৎ বুকে অসহ্য যন্ত্রণা, দমবন্ধ হয়ে আসার মতো লক্ষণ দেখে ভেবেছিলেন, হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু চিকিৎসক জানান, তা আসলে ফুসফুসের সমস্যা। এবং তার কারণ হল ই-সিগারেট এবং ভেপিং। বছর ৩০-এর জর্ডন স্নোডন বহু দিন ধরেই ধূমপানে আসক্ত। কিন্তু এই ধরনের সমস্যা তাঁর কখনও হয়নি। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানান, নিয়মিত ধূমপানের ফলে জর্ডনের ফুসফুসে গুহার মতো একটি জিনিস তৈরি হয়েছে। যার জেরেই এই সমস্যা।

সাধারণ সিগারেট থেকে নির্গত নিকোটিনের ধোঁয়া সব সময়ে ভাল লাগে না। পুদিনা, ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি-সহ বিভিন্ন কৃত্রিম গন্ধ এবং স্বাদের ই-সিগারেটে টান দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। জর্ডনও তাঁর চিকিৎসকদের জানিয়েছেন, সাধারণ সিগারেটের চেয়ে শ্বাসনালিতে ই-সিগারেটের "ঠান্ডা", "চিনচিনে" অনুভূতি তাঁর ভাল লাগে। তবে, তা থেকে যে এমন শারীরিক সমস্যা হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি একেবারেই সতর্ক ছিলেন না। এক সাক্ষাৎকারে জর্ডন বলেন, "বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঝে মধ্যে ভেপিং করতাম। ক্রমে তা নেশায় পরিণত হয়। হঠাৎ এক দিন মধ্যরাতে বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়। এমন অবস্থা হয় যে, ঠিক ভাবে শ্বাস নিতে পারছিলাম না। ভেবেছিলাম, হার্ট অ্যাটাক হল বুঝি।" তবে, চিকিৎসকদের তৎপরতায় তড়িঘড়ি অস্ত্রোপচার হওয়ায় এ যাত্রায় তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তবে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পুরোপুরি সুস্থ হতে জর্ডনের মাসখানেক সময় লাগবে। ই-সিগারেট খেলে কিংবা ভেপিং করলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে? ১) নিয়মিত ভেপিং করলে অ্যাজমার সমস্যা দেখা দিতে পারে। ২) কৃত্রিম স্বাদ এবং গন্ধের জন্য ভেপিং যন্ত্রে বিশেষ একটি রাসায়নিক মেশানো হয়। যা ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর।

৩) নিকোটিনের প্রভাবে ফুসফুস ছাড়াও

ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে হার্ট এবং মস্তিষ্ক। ৪) ভেপিং, "ই-সিগারেট"-এর প্রভাবে ফুসফুসে "ইভালি"-র মতো জটিল সমস্যা হতে পারে। যা পুরোপুরি নির্মূল করা যায় না। ৫) নিকোটিন নেশার বস্তু। নিয়মিত শরীরে প্রবেশ করলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা, গতিপ্রকৃতিও বদলে যায়। যার ফলে আচরণগত পরিবর্তনও আসে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশন আয়োজিত হয়।

ক্যানসার কাড়ল প্রাণ! প্রয়াত প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক অরুণ রায়

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): প্রয়াত হয়েছেন 'বাঘা যতীন' ছবির পরিচালক অরুণ রায়। বছর শেষে ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা যাচ্ছে।
সম্প্রতি ফুসফুসে সংক্রমণের কারণেই আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। বুধবার রাতেই হাসপাতাল থেকে খবর এসেছিল, শারীরিক পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে তাঁর। ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয়েছে পরিচালককে। ছিলেন আইসিইউ-তে। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় কেমো নেওয়ার পর অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু মারণরোগ ক্যানসার তাঁর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা একেবারেই কেড়ে নিয়েছে। এর জেরেই গত কয়েকদিনে দ্রুত খারাপ হয়েছে শারীরিক পরিস্থিতি। সম্প্রতি পরিচালককে দেখতে আর জি কর হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন পর্দার 'বাঘা যতীন' দেব। আশা ছিল, সব লড়াই জিতে হাসিমুখে ফিরে আসবেন তিনি। তবে তা আর হল না।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন নামঞ্জুর, উদ্বিগ্ন রাধা রমন দাস

ঢাকা ও কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার হওয়া বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন নামঞ্জুর করেছে আদালত। বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা বিচারক মো.সাইফুল ইসলামের আদালত এই আদেশ দেন।
গত ২৬ নভেম্বর চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেয় আদালত। ৩ ডিসেম্বর জামিন শুনানির দিন থাকলেও কোনও আইনজীবী না থাকায় শুনানির দিন ২ জানুয়ারি ধার্য ছিল। গত বুধবার যে দু''জনের জামিনের শুনানি ছিল, তাদের আইনজীবীও আসেননি। এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ১০টা নাগাদ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন শুনানিতে অংশ নিতে আদালতে পৌঁছন সুপ্রিম কোর্টের ১১ আইনজীবীর একটি দল। এই শুনানিকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।
চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কলকাতা ইস্কনের সন্ন্যাসী রাধা রমণ দাস, তিনি বলেছেন, 'এটি অত্যন্ত দুঃখজনক খবর। আমরা জানি যে সমগ্র বিশ্ব এটির উপর নজর রাখছিল। সবাই আশা করছিল নতুন বছরে চিন্ময় প্রভু মুক্তি পাবেন - কিন্তু ৪২ দিন পরেও, তার জামিন খারিজ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত তার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।'

আমেরিকার নিউ অরলিন্সে 'সন্ত্রাসী হামলায়' মৃত্যু বেড়ে ১৫, উদ্বিগ্ন জো বাইডেন

নিউ অরলিন্স, ২ জানুয়ারি (হি.স.): আমেরিকার নিউ অরলিন্সে 'সন্ত্রাসী হামলায়' মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বুধবার ভোরে প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে ছুটে আসা একটি গাড়ি অনেক মানুষকে পিষে দেয়। নিউ অরলিন্সের পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই ঘটনায় ১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা ৩০-এর। বেশি। ওই গাড়ি থেকে পুলিশের উপর গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটে।
ইংরেজি নতুন বছর উদযাপন চলছিল নিউ অরলিন্সে। শহরের কেন্দ্রস্থলে বোরবন স্ট্রিটে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়েছিল। স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ তীব্র গতিতে একটি গাড়ি এসে ঢুকে পড়ে ভিড়ের মধ্যে।
নিউ অরলিন্সে ১৫ জনের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, 'যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের জন্য দেশ শোকাহত। কী ঘটেছে, কেন এমনটা ঘটেছে এবং জননিরাপত্তার জন্য ক্রমাগত কোনও হুমকি ছিল কিনা তা নির্ধারণ করতে এফবিআই তদন্ত করছে।'

মিড ডে মিল খেয়ে প্রশংসা সাংসদ রচনার

হুগলি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিল চেখে দেখলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তেল মশলা ছাড়া খাবার খেয়ে রীতিমতো খুশি রচনা রাঁধুনিদের দশে দশ—ও দিলেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে নিজের সংসদ ক্ষেত্রে আসেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘুরে দেখেন স্থানীয় স্কুল—কলেজগুলি। শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। জ্যোতিষচন্দ্র স্কুলে মিড ডে মিলের রান্নাঘর ঘুরে দেখেন। বাচ্চাদের জন্য কীরকম রান্না হচ্ছে তা চেখেও দেখেন তিনি। আলু—ফুলকপির তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে বলেন, দশে দশ। তেল মশলা ছাড়া এত ভালো রান্না আগে কোনওদিনও খাইনি। একইসঙ্গে সাংসদ বলেন, মিড ডে মিল যাঁরা রান্না করেন, তাঁরা খুব সুন্দর করে তৈরি করেন। খুব ভাল খাবার বাচ্চাদের জন্য স্কুলের দিদিরা করে দিচ্ছেন। রান্নাঘরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শিশুরা যথাযথ ভাবে মিড ডে মিল পাচ্ছেন কি না, তা দেখার জন্যই তাঁর এই সফর বলে জানান রচনা।

হরিয়ানায় গ্রেফতার দুই মদ পাচারকারী

ফরিদাবাদ, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : হরিয়ানার ফরিদাবাদে দুই মদ পাচারকারী আকাশ ও ইরফানের থেকে যথাক্রমে ৫২ পাউচ ও ২৮ বোতল দেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। জানা গেছে, অভিযুক্তরা বেশি লভ্যাংশের জন্য বেআইনি মদ পাচারের কাজে জড়িয়ে পড়েছিল।
এক পুলিশ আধিকারিক জানান , একটি দল কৃষ্ণা কলোনি সেক্টর-২০-র বাসিন্দা আকাশ এবং সেক্টর-৩-এর বাসিন্দা ইরফানকে আলাদা আলাদা জায়গা থেকে গ্রেফতার করেছে। আকাশের কাছ থেকে ৫২ পাউচ দেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইরফানকে কাছ থেকে ২৮ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়েছে। দুই মদ পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং পশ্চিমবঙ্গ সফরে, যোগ দেবেন একগুচ্ছ কর্মসূচিতে

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছেন। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমায় একগুচ্ছ কর্মসূচিতে যোগদান করবেন। প্রথম দিনের প্রথম কর্মসূচিতে সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট অ্যান্ড এলায়েড ফাইবারস মিউজিয়াম পরিদর্শনে যাবেন তিনি। এরপর দিনভর ব্যস্ততায় চারটি সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে সফরসূচি থেকে জানা গিয়েছে। প্রথমতঃ চটশিল্পের কল্যাণে যে সমস্ত মহিলা, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে লাখপতি হয়েছেন তাদের সঙ্গে রয়েছে সাক্ষাৎ কর্মসূচি। দ্বিতীয়তঃ কৃষি জমি সংলগ্ন এলাকায় যেখানে গবেষণা হয়ে থাকে সেখানে সরেজমিন পরিদর্শন। এরপর অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি ঘুরে দেখবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তৃতীয়তঃ চটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতি থেকে ব্যবসায়ী, সমস্ত উদ্যোগপতি থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে ডাকা হয়েছে। এ নিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর খোদ উপস্থিতিতেই। চতুর্থতঃ পাট চাষ-এর সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের পাশাপাশি এ নিয়ে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী মত বিনিময় ও মউ সই করা হবে চটশিল্পের প্রসারে। এদিন শেষ কর্মসূচিতে রয়েছে বায়ো - ইথানল সম্পর্কিত বিষয়ক আলোচনা।

শীতে কাবু কাশ্মীর উপত্যকা, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল মুঘল রোড

শ্রীনগর, ২ জানুয়ারি (হি.স.): হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার গুলমার্গ শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় অবিরাম তুষারপাতের কারণে মুঘল রোড বিগত ৪-দিন ধরে বন্ধ রয়েছে।
চারিদিকে শুধুই বরফ আর বরফ। গাছ, রাস্তাঘাট, পাহাড় সর্বত্রই বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। কাশ্মীরের বান্দিপোরাতেও ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে। শ্রীনগরের ডাল লেকের জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

রাতে ও ভোরে কনকনে ঠান্ডা, পারদ-পতনে শীত ফিরেছে দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): তাপমাত্রার পারদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গে শীতের আমেজও ফিরেছে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবারও কলকাতায় নিম্নমুখী তাপমাত্রার পারদ, এদিন মহানগরীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি কমতে পারে। তবে তার পর থেকে কয়েক দিনে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় কুয়াশার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় হোটেলের ঘর থেকে ৩ জনের দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

জম্মু, ২ জানুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় একটি হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হল ৩ জনের মৃতদেহ। ডোডা জেলার ভাদেরওয়াহ এলাকার ঘটনা। এসএসপি সন্দ্বীপ মেহতা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম - মুকেশ সিং, আশুতোষ সিং রানা এবং সানি চৌধুরী।
এই ৩ জন রয়েল ইন গেস্ট হাউসে উঠেছিলেন। দরজায় বারবার কড়া নাড়া সত্ত্বেও, তাঁদের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি বলে বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে। তাই দরজা ভেঙে ফেলা হয়। পুলিশ দেখে, দু''জন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় খাটে পড়ে রয়েছে এবং অপরজন ওয়াশরুমে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হিমাচলে তুষারপাত; ঠান্ডায় কাঁবু দিল্লি, শৈত্যপ্রবাহ উত্তর প্রদেশে

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি স.): রাজধানী দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারত ঠান্ডায় কাঁপছে, কনকনে ঠান্ডায় কাঁবু হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখন্ডও। হিমাচল প্রদেশের পাহাড় ঢেকেছে শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে, লাহাউল-স্পিতি উপত্যকা ঠান্ডায় কাঁপছে, সেখানে নতুন করে আবারও তুষারপাত হয়েছে। শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু অবস্থা উত্তর প্রদেশেও, অযোধ্যা, বারাণসী, প্রয়াগরাজ সর্বত্রই কনকনে ঠান্ডা।

মহা কুম্ভ ২০২৫: সনাতন ধর্মের হৃদমাঝে যাত্রা

নতুনদিল্লি, ০২ জানুয়ারি ২০২৫: 'বিশ্বাস ও ভক্তির অমৃত আমাদের আত্মাকে পবিত্র করুক যখন আমরা মহাকুম্ভের স্বর্গীয় চাঁদোয়ার নীচে সমবেত হই।'
এই আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার মাঝেই মহাকুম্ভ নগরের কেন্দ্রীয় হাসপাতালটি আশা ও প্রাণশক্তির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে নিয়েছে। মহাকুম্ভ উৎসব শুরুর ঠিক আগে "গঙ্গা" নামে এক শিশু কন্যার জন্ম পবিত্র তিন নদীর শুদ্ধতা এবং সারাংশের প্রতীক। "কুম্ভ" নামে আরেক নবজাতকেরও এই সময়ে জন্ম জীবনের বৃত্ত এবং মহা কুম্ভ উৎসবের আশীর্বাদকে ধারণ করে। মহা কুম্ভের আনুষ্ঠানিক সূচনার আগে চালু হওয়া এই হাসপাতাল উত্তরপ্রদেশ সরকারের সূক্ষ্ম প্রস্তুতির প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত করে তোলা এই হাসপাতালের নির্মাণ এটি নিশ্চিত করেছে যে মহা কুম্ভের পবিত্রতা মানবকল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতিফলন, ঐতিহ্যের সাথে অগ্রগতির মিশ্রণ।
মহাকুম্ভ, সনাতন ধর্মের পরাক্রম হিসাবে সম্মানিত একটি উৎসব, ২০২৫ সালে প্রয়াগরাজে যার জাঁকজমকপূর্ণ প্রকাশ হবে। 'তীর্থযাত্রার রাজা' বা তীর্থরাজ নামে পরিচিত, প্রয়াগরাজ এমন একটি শহর যেখানে পৌরাণিক কাহিনী, আধ্যাত্মিকতা এবং ইতিহাস একত্রিত হয়, যা একে সনাতন সংস্কৃতির একটি কালজয়ী মূর্তকে প্রতীক করে তোলে। এই পবিত্র ভূমি, যেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদী রহস্যময়ভাবে একত্রিত হয়। এই স্থানটি দৈব আশীর্বাদ এবং পরিত্রাণ প্রত্যাশী লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য একটি আধ্যাত্মিক চুম্বক হিসাবে কাজ করে। এখানে, মহাকুম্ভ ভক্তি, ধ্যান এবং আধ্যাত্মিকতার একটি "ত্রিবেণী" স্বর্গীয় যাত্রায় রূপান্তরিত হয়।
প্রয়াগরাজের আধ্যাত্মিক রত্নগুলির মধ্যে ব্যস্ত লোকনাথ লোকালয়ে শ্রদ্ধেয় বাবা লোকনাথ মহাদেব মন্দির রয়েছে। কাশীর বাবা বিশ্বনাথের "প্রতিবিম্ব" হিসাবে সম্মানিত, বাবা লোকনাথের মন্দিরটি কালজয়ী ভক্তির প্রতিধ্বনিতে নিমজ্জিত। এই স্ব-প্রকাশিত শিবলিঙ্গের উল্লেখ স্কন্দপুরাণ এবং মহাভারতে পাওয়া যায়, যা এর প্রাচীন শিকড়কে নির্দেশ করে। তীর্থযাত্রীরা বিশ্বাস করেন যে বাবা লোকনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা পার্থিব সংগ্রামকে হ্রাস করতে পারে এবং মহা কুম্ভের সময় হাজার হাজার লোক এই পবিত্র স্থানে জড়ো হয়ে ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। মদন মোহন মালব্যের মতো আলোকিত ব্যক্তিদের সাথে যুক্ত হয়ে মন্দিরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। শিবরাত্রিতে এর আইকনিক শিব বরাত শোভাযাত্রা এবং প্রাণবন্ত হোলি উদযাপন প্রয়াগরাজের আধ্যাত্মিক উতাহের প্রাণবন্ত ট্যাপেস্ট্রিকে যুক্ত করে। শহর যখন মহাকুম্ভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন বাবা লোকনাথের মন্দিরটি নিঃসন্দেহে বিশ্বজুড়ে ভক্তদের জন্য একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে।
মহা কুম্ভের আধ্যাত্মিক শহরের আখড়া সেক্টরটি ভক্তির সাথে স্পন্দিত হয় কারণ নাগা সন্ন্যাসী এবং সাধুরা এখানে আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন, ধ্যান এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য একত্রিত হন। এর মধ্যে মহন্ত শ্রাবণ গিরি ও মহন্ত তারা গিরির কাহিনী এক অনন্য মাধুর্যের সাথে অনুরণিত হয়। তাদের পোষা প্রাণী যথাক্রমে লালি এবং সোমার প্রতি গভীর ভালবাসা সনাতন ধর্মের করুণাময় সারাংশকে তুলে ধরে, যেখানে প্রতিটি জীবকে ঐশ্বরিক বলে মনে করা হয়। এই সাধুরা, যারা পার্থিব বন্ধন ত্যাগ করেছেন, তাঁরা অহিংসা এবং নিঃশর্ত ভালবাসার নীতিকে মূর্ত করে তাদের পোষা প্রাণীর সাথে পারিবারিক বন্ধন খুঁজে পান। এই আখ্যানগুলি সন্ন্যাসীদের কঠোর জীবনকে মানবিক করে তোলে এবং আধ্যাত্মিকতা এবং অস্তিত্বের সহজ আনন্দের মধ্যে সমান্তরাল অঙ্কন করে মহাকুম্ভের অন্তর্ভুক্তির চেতনাকে জোর দেয়।
শান্ত ঝাঁসি এলাকায় অবস্থিত মহর্ষি দুর্বাসা আশ্রম প্রয়াগরাজের আধ্যাত্মিক আকর্ষণে আরও একটি মাত্রা যুক্ত করেছে। কিংবদন্তি ঋষি মহর্ষি দুর্বাসার সাথে যুক্ত এই প্রাচীন স্থানটির সাথে ঐশ্বরিক তপস্যা এবং মুক্তির কাহিনী জড়িত রয়েছে। কথিত আছে যে মহর্ষি দুর্বাসার গভীর ধ্যান ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করেছিল, যিনি তাকে ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিলেন। ঋষি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ "অভয়দান" (ভয় থেকে মুক্তি) প্রত্যাশী ভক্তদের জন্য আশার বাতিঘর হিসাবে এখনো বিরাজমান রয়েছে। মহা কুম্ভের প্রস্তুতিতে, আশ্রমটিতে উল্লেখযোগ্য সংস্কার করা হয়েছে। এখানকার লাল বেলেপাথরের গেট এবং বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা তীর্থযাত্রীদেরকে এর পবিত্রতায় ডুবে যেতে আমন্ত্রণ জানায়। এর পৌরাণিক কাহিনী এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে শাশ্বত বন্ধন প্রয়াগরাজকে সংজ্ঞায়িত করে।
কুম্ভ মেলাকে বর্ণনা করা হয় চতুর্মাত্রিক এক উৎসব তথা — আধ্যাত্মিক যাত্রা, এক যৌক্তিক বিস্ময়, এক অর্থনৈতিক ঘটনা এবং বিশ্ব ঐক্যের নিদর্শন হিসেবে। কল্পের ধারণা, যেখানে মানুষ জীবনের চিরন্তন সত্যকে আলিঙ্গন করার জন্য ক্ষণস্থায়ী ডিজিটাল বিশ্ব থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখে, যা মহা কুম্ভের রূপান্তরকারী শক্তির প্রতীক। মহাকুম্ভ নিছকই একটি অনুষ্ঠান নয়; এটি একটি জীবনধারা, ঐশ্বরিক সংবিধান দ্বারা পরিচালিত একটি উৎসব। এর আত্মা সাধু-ঋষিদের সৎসঙ্গের মধ্যে নিহিত, যেখানে ধর্ম সনাতন বৈদিক হিন্দুধর্মের মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে বাণিজ্যের সাথে জড়িত। সঙ্গমের পবিত্র বালি ২০২৫ সালে লক্ষ লক্ষ ভক্তের জন্য অপেক্ষা করছে, মহা কুম্ভ অন্য কারও মতো আধ্যাত্মিক ওডিসি হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এটি শিকড়ের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন, সনাতন ধর্মের চিরন্তন জ্ঞানের অভিজ্ঞতা অর্জন এবং জাগতিক অতিক্রম করে এমন একটি উদযাপনে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ। বাবা লোকনাথের ঐশ্বরিক আশীর্বাদ থেকে শুরু করে মহর্ষি দুর্বাসার পৌরাণিক উত্তরাধিকার, সন্ন্যাসীদের মানবিক বন্ধন থেকে জীবনের অলৌকিকতা পর্যন্ত, মহাকুম্ভ বিশ্বাস, ভক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্বের মিশেলে বোনা এক দিব্য চাদর।

সিডনির আবহাওয়া : বৃষ্টির শঙ্কা, নতুন বছরের টেস্ট ম্যাচে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : চলমান বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে, এসসিজিতে পঞ্চম টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের লক্ষ্য থাকবে সিরিজে সমতা আনার। টেস্টটি শুরু হবে শুক্রবার অর্থাৎ ৩ জানুয়ারি।
চূড়ান্ত টেস্টে ভারত মরিয়া জয়ের জন্য। টেস্ট ম্যাচের প্রথম ৩ দিন বৃষ্টিমুক্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, তবে তা গরমের পরিপ্রেক্ষিতে থাকবে। আকু ওয়েদার—এর মতে, টেস্ট ম্যাচের ৩ এবং ৪ দিনটি সবচেয়ে উষ্ণ হতে চলেছে, তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। তবে শেষ দিন বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ৮০ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে তাপ থেকে কিছুটা কমবে। যদিও এটি সিডনির জনগণের জন্য সুসংবাদ হবে কিন্তু এটি ডব্লিউটিসি ফাইনালে পৌঁছানোর ভারতের আশায় জল ঢেলে দিতে পারে।

বৃহস্পতিবারও ধোঁয়াশা মুম্বইয়ে, বাতাসের গুণগতমান "মন্দ" পর্য্যায়েই

মুম্বই, ২ জানুয়ারি (হি.স.): বাণিজ্যনগরী মুম্বই বৃহস্পতিবার সকালেও হালকা ধোঁয়াশার চাদরে মোড়া থাকল। মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকা বৃহস্পতিবার সকালেও ধোঁয়াশার চাদরে মোড়া ছিল, সামগ্রিক বাতাসের গুণগতমান ছিল মন্দ পর্য্যায়ে।
নতুন বছরের দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার সকালের দিকে মুম্বইয়ের বাতাবরণ ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, বেলা বাড়লেও প্রায় একইরকম থাকে আবহাওয়া। এদিকে, দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য যখন হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় রীতিমতো কাঁপছে, এই সময়ে একটুও ঠান্ডা নেই মুম্বইয়ে।

নতুন রাজ্যপাল পেল বিহার, শপথ নিলেন আরিফ মহম্মদ খান

পাটনা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন রাজ্যপাল পেল বিহার। বৃহস্পতিবার বিহারের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন আরিফ মহম্মদ খান। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কৃষ্ণণ বিনোদ চন্দ্রন এদিন আরিফ মহম্মদ খানকে বিহারের রাজ্যপাল হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান।
রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেওয়ার প্রাক্কালে এদিন সকালে পাটনার বন্স ঘাটে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আরিফ মহম্মদ খান। তিনি বলেন, তাঁদের জন্যই দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তাঁদের স্মরণ করা ভীষণ দরকার। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকে বিহারের রাজভবনে পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। আর বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরকে কেরলের রাজ্যপাল করে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার উভয়েই শপথ নিয়েছেন।

কেরলও পেল নতুন রাজ্যপাল, শপথ নিলেন রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর

তিরুবনন্তপুরম, ২ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন রাজ্যপাল পেল কেরল, বৃহস্পতিবার কেরলের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর। সম্প্রতি কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকে বিহারের রাজভবনে পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। বৃহস্পতিবার বিহারের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেন আরিফ মহম্মদ খান। আর বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরকে কেরলের রাজ্যপাল করে পাঠানো হয়। এদিন আরলেকরও শপথ নিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার সকালে রাজভবনে অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরকে কেরলের রাজ্যপাল হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান কেরল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নীতিন মধুকর জামদার। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও কেরল মন্ত্রিসভার সদস্যরা, কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস প্রমুখ।

ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় কর্মসূচির সূচনা করলেন অভিষেক, ৭৫-দিন চলবে স্বাস্থ্য শিবির

ডায়মন্ড হারবার, ২ জানুয়ারি (হি.স.): নিজের সংসদীয় কেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচির সূচনা করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে "সেবাশ্রয়" নামে মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেছেন অভিষেক। এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে ২৮ লক্ষেরও বেশি মানুষকে সেবা প্রদান করা হবে, থাকবেন ১,২০০ জন ডাক্তার। ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে পরিচালিত হবে। ২০০০টি বুথ জুড়ে ২৮০টি ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। ৭৫-দিন ব্যাপী ডায়মন্ড হারবার সংসদীয় এলাকায় চলবে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। বিনামূল্যে এই সুযোগ পাবে সাধারণ মানুষ। অভিষেক এদিন বলেছেন, এই মেগা স্বাস্থ্য শিবির ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে ১,২০০ জন চিকিৎসক নিয়ে চালানো হবে। ৩০০টি ক্যাম্প স্থাপন করা হবে যা ২০০০ বুথ কভার করবে। এই মেগা হেলথ ক্যাম্প ২৩ লক্ষের বেশি মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেবে।'

টিয়কে সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক, আহত তিন

যোরহাট (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : ইংরেজি নববর্ষের আনন্দোল্লাসের মধ্যে বুধবার রাতে যোরহাট জেলার অন্তর্গত টিয়কে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে টিয়কের সেলেংহাট রোডে। জানা গেছে, এএস ৩৩ এ ৩৮০১ নম্বরের যাত্রীবাহী চার চাকার বলেরোর রাস্তার পাশে একটি গাছের সঙ্গে সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনায় গাড়ির চার আরোহীর মধ্যে অভিজিত চেতিয়া নামের ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত তিন আরোহীকে রক্তিম ফুকন, দেবব্রত চেতিয়া এবং সীমান্ত বরা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আহত সবাইকে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

মেডিক্যাল এন্ড সেলস রিপ্রেজেনটেটিভস ইউনিউন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সম্মেলন শুরু ৯ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। আগামী ৯ থেকে ১১ জানুয়ারি আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে সেন্টার অফ মেডিক্যাল এন্ড সেলস রিপ্রেজেনটেটিভস ইউনিউন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সম্মেলন। সেন্টার অফ মেডিক্যাল এন্ড সেলস রিপ্রেজেনটেটিভস ইউনিউন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আগরতলা ডিস্ট্রিক্ট এত উদ্যোগে ২৫ তম সিলভার জুবিলি সেন্ট্রাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৯ থেকে ১১ জানুয়ারি। তিনদিন ব্যাপী এই কনফারেন্স আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। এই কনফারেন্সের মাধ্যমে মোট ৮ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হবে। বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হয়েছে সংগঠনের তরফে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি হল বই। আমাদের রাজ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছরই বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৩ দিনব্যাপী ৪৩তম আগরতলা বইমেলা চলবে আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এবারের বইমেলায় ১৭৮টি স্টল রয়েছে। এর মধ্যে বহিঃরাজ্যের ৪২টি স্টল রয়েছে।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বইমেলায় যাতে সবাই আসতে পারেন সেজন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগরতলা বইমেলায় প্রতি বছরই বই বিক্রির সংখ্যা বাড়ছে। প্রকাশক, বিক্রেতা ও স্টলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতেই বোঝা যায় আগরতলা বইমেলার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। আগরতলা বইমেলা নিয়ে তাই আমরা গর্ববোধ করি। বইমেলায় এবারও নতুন বইয়ের প্রকাশ, আলোচনা সভা, ক্যুইজ, কবি সম্মেলন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবছর বইমেলার মূল ভাবনা হলো "সর্বেষাং শান্তির্ভবতু"। যার অর্থ হলো সবার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। মুখ্যমন্ত্রী সবার প্রতি আহ্বান জানান বই পড়ুন, বই পড়ান ও জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। বইমেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বইমেলার স্মরণিকা এবং বইমেলার মূল ভাবনার উপর বাংলা ও ককবরকে থিম সংয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, বইমেলা হল লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থপ্রেমীদের মিলন মেলা। বই কখনো পুরনো হয়না। যখনই বই পড়ব তখন নতুন মনে হবে। তিনি বলেন, আগরতলা বইমেলার বিস্তার এবং বই প্রেমীদের উৎসাহ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বইমেলায় এসে বই কেনার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলকাতার বিশিষ্ট লেখক জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক মিনারাণী সরকার। তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আগরতলা বইমেলায় আসার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।সবাইকে স্বাগত জানিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যে সাহিত্য চর্চায় বইমেলারও বিশেষ অবদান রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে এবারের বইমেলা জানুয়ারি মাসে এগিয়ে আনা হয়েছে। তিনি আগরতলা বইমেলার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত অতিথি ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য ও রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিগণ বইমেলা ঘুরে দেখেন। প্রতিদিন বইমেলা শুরু হবে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে। মেলা চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। ছুটির দিনগুলিতে বইমেলা শুরু হবে দুপুর ২টায়। মেলা চলবে রাত সাড়ে ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।আগরতলা বইমেলায় জাতীয় স্বাস্থ্যমিশন ত্রিপুরার নি-ক্ষয় শিবির খোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই শিবিরের এবং স্বাস্থ্য সংবাদ নভেম্বর সংখ্যার উদ্বোধন করেন। তিনি চারজন নি-ক্ষয় মিত্রকে শংসাপত্র প্রদান করেন। এই শিবিরে টিবি রোগের জীবানু সনাক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। শিবিরে নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা পরিষেবাও দেওয়া হবে। মেলায় একটি নি-ক্ষয় বাহনও রয়েছে। নি-ক্ষয় বাহণে সিবি-নেট মিশিনের মাধ্যমে টিবি রোগের জীবানু পরীক্ষা করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জন্মদিন

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

জন্মদিন মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এটি শুধু এক বছরের পূর্তি নয়, বরং জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের শুরু। জন্মদিনের তাৎপর্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

ব্যক্তিগত বৃদ্ধি: জন্মদিন আমাদেরকে নিজের উপর ফিরে তাকাতে এবং গত এক বছরে কতটা বেড়েছি তা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

সম্পর্ক: জন্মদিনে প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটিয়ে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়।

উপহার ও শুভেচ্ছা: উপহার ও শুভেচ্ছা আমাদের মনে করে যে আমরা অন্যদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন শুরু: জন্মদিন নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং নতুন স্বপ্ন দেখার জন্য একটি সুযোগ।

জীবনের উদযাপন: জীবন একটি উপহার এবং জন্মদিন সেই উপহার উদযাপনের একটি দিন।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জন্মদিনের তাৎপর্য ভিন্ন হতে পারে। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে জন্মদিন খুব বড় করে পালিত হয়, আবার কোনো কোনো সংস্কৃতিতে এটি একটি সাধারণ দিন হিসেবেই পালিত হয়।

জন্মদিন পালনের ইতিহাস:

জন্মদিন পালনের ইতিহাস খুবই পুরানো। প্রাচীন রোমানরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে জন্মদিন পালন করত। কালক্রমে এই প্রথা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাচীন কাল:

মিশর: প্রাচীন মিশরে ফারাওদের জন্মদিন বড় ধামাকা করে পালিত হতো।

গ্রিক ও রোমান: গ্রিক ও রোমানরা বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসব করে জন্মদিন পালন করত।

ইহুদি ও খ্রিস্টান: প্রাথমিকভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা জন্মদিন পালনকে শয়তানের রীতি মনে করত। পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন শুরু করে।

মধ্যযুগ ও পরবর্তী সময়:

জার্মানি: মধ্যযুগে জার্মানিরাই সর্বপ্রথম লেয়ার্ড কেকের উদ্ভাবন করে এবং জন্মদিনে কেক কাটার প্রথা চালু করে।

ইউরোপ: ইউরোপে জন্মদিনে কেকের ভেতরে ছোট কয়েন বা উপহার রেখে দিতেন।

ইউরোপীয়ানদের হাত ধরে জন্মদিন পালনের রীতি পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

জন্মদিন পালনের অর্থ:

আনন্দ উদযাপন: নিজের জীবনের আরো একটি বছর পূর্ণ হওয়ার আনন্দ উদযাপন।

প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটানো: পরিবার ও বন্ধুদের সাথে মজা করে সময় কাটানো।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ: জীবন ও প্রিয়জনদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আধুনিক যুগে জন্মদিন:

আধুনিক যুগে জন্মদিন পালনের ধারণা অনেক বদলে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়া জন্মদিনকে আরো জনপ্রিয় করে তুলেছে।

জন্মদিন উদযাপন:

জন্মদিন উদযাপনের অনেক উপায় রয়েছে। কেক কাটা, উপহার দেওয়া, পার্টি করা, পরিবার-বন্ধুদের সাথে সময় কাটা ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশিদের জন্য লাল কার্পেট বিছিয়ে রাখে, নিশানা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের

উত্তর ২৪ পরগণা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশ থেকে আসা জঙ্গি এবং অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এমনই অভিযোগ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর কড়া জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং।

গিরিরাজ সিং বলেন, এটা (বিএসএফ নিয়ে করা অভিযোগ) হাস্যকর । পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমে বাংলাদেশিদের জন্য লাল কার্পেট বিছিয়ে রাখে । পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধায়ের মতো তৃণমূল নেতারা বাংলাদেশের নামে রাজনীতি করেন । রাজ্য এবং সমগ্র দেশের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধায়ের ক্ষমা চাওয়া উচিত। এও বলেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের "নার্সারি" হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। দেশের যেখানেই অবৈধ বাংলাদেশি পাওয়া যাক না কেন, তার ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ।

ডিমা হাসাওয়ের হারাঙ্গাজাওয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ বিজেপি কার্যকর্তাদের

হারাঙ্গাজাও (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : 'দেবোলাল গার্লোসা হটাও বিজেপি বাঁচাও', দেবোলাল গার্লোসা গো ব্যাক' স্লোগানে হারাঙ্গাজাওয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক আজ উত্তাল হয়ে ওঠে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) পদ থেকে দেবোলাল গার্লোসার পদত্যাগ কিংবা অপসারণের দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত হারাঙ্গাজাও-এর বিজেপি কার্যকর্তারা আজ ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসার কাজকর্মে বিজেপি নেতা-কর্মীরা এখন বিদ্রোহ শুরু করেছেন। দেবোলালের অপসারণ চেয়ে নতুন বছরের প্রথম দিন ডিমা হাসাও জেলার মান্দারডিসায় পরিষদের হাতিখালি কেন্দ্রের বিজেপি কার্যকর্তারা পথে নেমেছিলেন। আজ (বৃহস্পতিবার) হারাঙ্গাজাওয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয় বিজেপি নেতা-কার্যকর্তারা দেবোলাল গার্লোসাকে সিইএম-এর পদ থেকে অপসারণের দাবি জানান।

এদিকে হারাঙ্গাজাওয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক বিজেপির কার্যকর্তারা অবরোধ করার জেরে ওই পথে আজ যানবাহন চলাচলে ব্যাহত ঘটেছে। পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা একনায়ত্ববাদ চালিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন দলীয় নেতা-কার্যকর্তারা। তাঁরা বলেন, দেবোলালের কাজকর্মে দলীয় কার্যকর্তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। যার দরুন বিদ্রোহের আগুনে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপিতে বিভাজনের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বলে দাবি করেছেন বিক্ষুব্ধরা। তাই বিজেপি দলকে বাঁচাতে দেবোলাল গার্লোসার অপসারণ চাইছেন তাঁরা।

বিক্ষোভস্থলে দাঁড়িয়ে বিজেপির নেতা-কার্যকর্তারা অভিযোগ করে বলেন, হারাঙ্গাজাওয়ে স্থানীয় পারিস আমেন্দু হোজাইয়ের কাছ থেকে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতর কেড়ে নিয়েছেন সিইএম দেবোলাল গার্লোসা। তাছাড়া হারাঙ্গাজাওয়ে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের পিআরসি থেকে শুরু করে জমির পাট্টা, রেশন কার্ড প্রদান থেকে বঞ্চিত করছেন।

প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ, প্রতিহিংসা মেটাতে হারাঙ্গাজাওবাসীর সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করছেন দেবোলাল। তাই অবিলম্বে দেবোলাল গার্লোসাকে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পদ থেকে অপসারণ করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে দাবি জানিয়েছেন পরিষদের হারাঙ্গাজাও আসনের বিজেপির নেতা-কার্যকর্তারা।

প্রতিবেশী

● প্রথম পাতার পর

মোহিনী নাথ (৬৫) তার প্রতিবেশি সুনীল নাথের উপর দা নিয়ে আক্রমন করে। এমনই অভিযোগ করেন সুনীল নাথের ছেলে মিঠুন নাথ। পরবর্তী সময়ে রক্তাক্ত সুনীল নাথকে পরিবারের সদস্যরা সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তার আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। এদিকে, মোহিনী নাথকে গ্রামের লোকজন আটক করে সাব্রুম থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

সন্দেশখালিতে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি

সন্দেশখালি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): মালদার পর সন্দেশখালি। ফের নিশানায় তৃণমূল নেতা। এবার তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে চলল এলোপাথাড়ি গুলি। যার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে সরবেড়িয়া-আগারহাটি পঞ্চায়েত এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে মালদায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল নেতা দুলাল সরকারের। একইদিনে সন্দেশখালিতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে চলল গুলি।

বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালির সরবেড়িয়া-আগারহাটি পঞ্চায়েত এলাকায়। তবে ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গেছে, গুলি চলার সময় বাড়িতেই ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান যাদবকুমার মণ্ডল। বাড়ির বাইরে না বেরনোয় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

গুয়াহাটি স্টেশন থেকে তিনটি নতুন ট্রেন পরিষেবার সূচনা দেশের প্রতি উৎসর্গ হবে তেতেলিয়ার রোড ওভারব্রিজ

গুয়াহাটি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে রেল সংযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আগামীকাল শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিনটি নতুন ট্রেন পরিষেবার সূচনা করা হবে। পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে একই কর্মসূচিতে তেতেলিয়ার রোড ওভারব্রিজ দেশের প্রতি উৎসর্গ করা হবে।

অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে এই অনুষ্ঠানকে সম্মান জানাবেন। আগামীকালের কর্মসূচিতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব সহ সদর দফতর ও ডিভিশনগুলির বরিষ্ঠ আধিকারিকগণ, স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

আজ বৃহস্পতিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। প্রেস বার্তায় তিনি জানান, উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০২০৪৭ গুয়াহাটি-নর্থ লখিমপুর, ট্রেন নম্বর ০৫৮১৭ নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি এবং ট্রেন নম্বর ০৫৯১১ তিনসুকিয়া-নাহরলাগুন-এর ১১.৫০ ঘন্টায় সূচনা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এছাড়া ট্রেন নম্বর ৫৫৮১৮/৫৫৮১৭ গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জারের নিয়মিত পরিষেবা আগামী ৪ জানুয়ারি থেকে চালু হবে। ট্রেন নম্বর ৫৫৮১৮ গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও প্যাসেঞ্জার গুয়াহাটি থেকে ০৭.৫৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ১২.১০ ঘন্টায় নিউ বঙাইগাঁও পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ৫৫৮১৭ নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার নিউ বঙাইগাঁও থেকে ১৪.৩০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিন ২০.০০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে।

একইভাবে, ট্রেন নম্বর ১৫৯১১/১৫৯১২ তিনসুকিয়া-নাহরলাগুন-তিনসুকিয়া ত্রি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে চালু হবে। এই এক্সপ্রেস প্রত্যেক রবি, বুধ এবং বৃহস্পতিবার চলাচল করবে। ট্রেন নম্বর ১৫৯১২ নাহরলাগুন-তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস নাহরলাগুন থেকে ০৭.৪৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ১৪.০০ ঘণ্টায় তিনসুকিয়া পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ১৫৯১১ তিনসুকিয়া-নাহরলাগুন এক্সপ্রেস তিনসুকিয়া থেকে ১৫.৩৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ২১.৪৫ ঘণ্টায় নাহরলাগুন পৌঁছবে।আরেকটি ট্রেন নম্বর ১২০৪৭/১২০৪৮ গুয়াহাটি-নর্থ লখিমপুর-গুয়াহাটি দ্বি-সাপ্তাহিক জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা আগামী ৭ জানুয়ারি থেকে চালু হবে। এই ট্রেন প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার চলাচল করবে। ট্রেন নম্বর ১২০৪৭ গুয়াহাটি-নর্থ লখিমপুর জনশতাব্দী এক্সপ্রেস গুয়াহাটি থেকে ০৯.৫০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ১৬.১৫ ঘণ্টায় নর্থ লখিমপুর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ১২০৪৮ নর্থ লখিমপুর-গুয়াহাটি জনশতাব্দী এক্সপ্রেস নর্থ লখিমপুর থেকে ১৭.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ২৩.২৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে।

এছাড়া, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃক নির্মিত তেতেলিয়া স্টেশন ইয়ার্ডে একটি নতুন রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সাধারণ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করা হবে। তেতেলিয়া স্টেশন

ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার পাবেন মনু ভাকের গুকেশ: ক্রীড়া মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): অলিম্পিক পদক বিজয়ী মনু ভাকের এবং দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি. গুকেশ ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়েছেন। মোট চারজন ক্রীড়াবিদ এই সম্মানে ভূষিত হবেন। এদের মধ্যে আর দুজন হলেন হকি অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং এবং প্যারালিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী প্রবীণ কুমার। এদের নাম আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের ক্রীড়া মন্ত্রক বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে।

মনু ভাকের প্যারিস অলিম্পিকে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন, স্বাধীনতার পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে গেমের একক সংস্করণে একাধিক পদক জিতেছেন। তিনি মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে একটি ব্রোঞ্জ জিতেছেন এবং ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিশ্র টিম ইভেন্টে সরবজোত সিংয়ের সাথে আরেকটি অর্জন করেছেন। আর ডি গুকেশ ১৮ বছর বয়সে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে। মেজর ধ্যানচাঁদ খেল রত্ন পুরস্কার ক্রীড়া ক্ষেত্রে ক্রীড়াবিদদের ব্যতিক্রমী এবং অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য দেওয়া হয়।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

পালন করছেন না। বিজেপি তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় আসলে সরকার কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশন দেওয়া হবে। আর এই লালসার দিকেই পা বাড়িয়েছিলেন তৎকালীন সময়ে সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সপ্তম পে কমিশন কার্যকরী করে নি বিজেপি সরকার। তাছাড়া, ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৩০০ টাকা রেগার মজুরি প্রদান করবে। এখনো পর্যন্ত তাও পূরণ করে নি। এখন ত্রিপুরায় রেগার মজুরি ২৪০ টাকা হয়েছে। তাই তিনি জনগণকে সহজে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আবেদন করেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, জনগণ যখন বুঝতে পেরেছেন বিজেপি সরকার ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয় তখনই সরকার পরিবর্তনের লড়াই ক্রমে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর কথায়, লোভ লালসার ফাঁদে পা না বাড়িয়ে আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও জোরদার করে তুলতে হবে। সারা রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের ঝড় তুলতে হবে।

আহত আট

● প্রথম পাতার পরট

খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু একজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে চিকিৎসকরা তাকে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। বাকিরা অমরপুর মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

গ্রামবাসীদের উদ্যোগে প্রাণে রক্ষা পেল বিশালাকার তিমি

কাকদ্বীপ, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : বুধবার মুড়িগঙ্গা নদীতে ভাটা পড়তেই দেখা মিলেছিল এক বিশাল আকৃতির তিমি মাছের। বৃহস্পতিবার দুপুরে ফের কাকদ্বীপের হুগলি নদীর তীরে তিমিটিকে দেখতে পায় স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। ওইদিন সন্ধ্যা নাগাদ সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপের চড়ায় তিমিটি দেখতে পাওয়া যায়। এরপরই গ্রামবাসীদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে যায়। প্রচুর গ্রামবাসী তা দেখার জন্য ওই চড়ায় এসে ভিড় জমান। পরে প্রায় ১৫ জন মিলে তিমিটিকে নদীর দিকে নিয়ে যায়। গায়ে জল লাগতেই তিমিটি আবার নদীতে চলে যায়।

প্রায় ২০ ফুটের তিমি অতীতে কখনও এই এলাকায় দেখা যায়নি। মুড়িগঙ্গা নদীতে এই বিশালাকৃতির তিমি এলো কোথা থেকে তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা শুরু হয়েছে। এমনকি এই নদীতে এত বড় তিমি দেখার পর থেকেই মৎস্যজীবী মহলে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। যদিও গ্রামবাসীদের অনুমান তিমিটি অসুস্থ রয়েছে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার দুপুরে ফের কাকদ্বীপের হুগলি নদীর তীরে তিমিটিকে দেখতে পায় স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। কাকদ্বীপের মধুসূদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৬ নম্বর লক্ষীপুর এলাকার মৎস্যজীবীরা প্রথম দেখতে পায় বিশাল আকৃতির তিমিটি। খবর দেওয়া হয় বনদফতরকে। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের দাবি এখনও পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে তিমিটি। পথ ভুলে দল ছুট হয়ে তিমিটি গভীর সমুদ্র থেকে এই নদীতে ঢুকে পড়েছে।

মালদা মেডিক্যালের প্রসূতি বিভাগে আগুন হুড়োহুড়ি রোগীদের

মালদা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): মালদা মেডিক্যালের প্রসূতি বিভাগে আগুন। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে। শুরু হয় হুড়োহুড়ি। সরানো হয় প্রসূতি ও সদ্যোজাতদের। খবর পেয়ে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার আচমকা মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। রোগীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। তড়িঘড়ি দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আগুনের জেরে বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। দ্রুত সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আগুন লাগার কারণ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড। তবে অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আর জি কর ইস্যুতে কুণালের বক্তব্যে সায় নেই অভিষেকের

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ কদিন আগে কলা-কুশলীদের একাংশের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, দু'মাস আগে যাঁরা আর জি কর নিয়ে বিপ্লব করে এসেছেন, তৃণমূলের অনুষ্ঠানে নাচ-গান যেন না করেন। তবে কুণালের সেই কথা পাত্তাই দিলেন না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষ্কার জানালেন, কে কোথায় অনুষ্ঠান করবেন বা কোন ক্লাব কোন সদস্যকে অনুষ্ঠান করাবেন সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

অভিষেক বলেন, যেমন একজনের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা আছে, কেউ যদি একটা প্রোগ্রাম করে কাউকে আনতে চায় তার স্বাধীনতাও রয়েছে। এটাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা একদমই ঠিক নয়। পার্টির তরফ থেকে তো কেউ নির্দেশ দেননি। এও বলেন, কোথাও কোনও বিজ্ঞপ্তি দেখেছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলেছেন? দলের তরফ থেকে আমি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি কিছু বলেছি? না। আমরা সবার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।

স্মরণ

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি আরও বলেন, তৎকালীন সময়ে অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ভারতের অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল। ভারতবর্ষের অর্থনীতির দ্বার খুলে দিয়েছিলেন তিনি।এদিকে, আজ বিশালগড় ব্লক যুব কংগ্রেস উদ্যোগে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশালগড় যুব ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সকালে বিশালগড় বাজারে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্মরণ সভা আয়োজন করা হয়।দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। সারা ভারতবর্ষের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের সিপাহীজলা জেলায়ও কংগ্রেসের উদ্যোগে এই স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার সকালে বিশালগড় বাজারে বিশালগড় ব্লক যুব কংগ্রেসের দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের স্মরণ সভা করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দিলীপ চৌধুরী, ব্লক কংগ্রেস চেয়ারম্যান শান্ত ভট্টাচার্য্য সহ বিশালগড় ব্লক যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণ, এক মিনিট নিরাপত্তা পালন ও বন্দেমাতরম স্লোগানের মধ্যে দিয়ে এই স্মরণ সভা করা হয়।

অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

শাহ। তিনি বলেন, ২০১৯ সালের আগস্ট মাস থেকে জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।তিনি বলেন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রায় ৭০ু হ্রাস পেয়েছে। ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারা জম্মু-কাশ্মীরে বলবৎ থাকায় গোটা দেশের থেকে ওই অঞ্চলটি পৃথক হয়ে ছিল। এই দু'টি ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর গোটা দেশের সঙ্গে কাশ্মীরেরও উন্নয়নের কাজ শুরু হয় বলে তিনি জানান।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী,ইতিহাসবিদের প্রতি ভারতের হাজার হাজার বছরের পুরনো গর্বের ইতিহাস প্রকৃত তথ্য সহ,বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার আবেদন জানান।একই সঙ্গে তিনি কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ অংশ বলে তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রী শাহ বলেন,কাশ্মীরকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করে তিনি সবকটি ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া এবং ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে রঘুবেন্দ্র তানওয়ারের লেখা হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এই পুস্তকটিতে তিন হাজারেরও বেশি বছরের আঞ্চলিক ইতিহাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

মণিপুর ও সিকিম

● প্রথম পাতার পর

ও দক্ষিণ-পশ্চিম সিকিমে আঘাত হেনেছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুসারে, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল তাডং থেকে প্রায় ২৬৪ কিলোমিটার দূরে ১০ কিলোমিটার গভীরে।এদিকে আজই সন্ধ্যারাত ৬-টা ৫২ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে ৩.৪ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল মণিপুরের ২৪.৯১ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৩৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের তামেংলং জেলার ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরে।

মিষ্টির দোকান

● প্রথম পাতার পর

বিভাস ঘোষ এবং শঙ্কু দে মিষ্টির দোকান দিয়েছিলেন। আজ কারিগর মিষ্টি বানাতে গেলে অসাবধানতায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।আগুনে মিষ্টি তৈরির কারখানাটি সম্পূর্ণ ভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। তবে বড়সড় ক্ষতি হয়নি অল্পতে রক্ষা পাওয়া যায়। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন আয়ত্তে নিয়ে আসে। পাশের দোকান গুলি অক্ষত ছিল।

বিজয় হাজারে: গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা আজ কেরলের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে শুক্রবার মাঠে নামছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ কেরল। হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। বিজয় হাজরে ট্রফি ক্রিকেটে। দু-দল ইতিমধ্যে ছয়টি করে ম্যাচ খেলে নিয়েছে। তাতে ত্রিপুরার পয়েন্ট ছয় এবং কেরলের পয়েন্ট ২। ফলে শক্তির বিচারে কেরল থেকে কিছুটা এগিয়ে মাঠে নামবে ত্রিপুরা। তা বিশ্বাস করছেন না ত্রিপুরার কোচ পি ভি শশীকান্ত। স্পষ্টভাবে তিনি বলেন, যে দলের ক্রিকেটাররা মাঠে নিজেদের উজাড় করে দিতে পারবে সেই দলই জয় পাবে। তবে আমার ছেলেদের লক্ষ্য জয় দিয়েই আসর শেষ করা। তা মাথায় রেখেই ছেলেরা আজ মাঠে নামবে। বৃহস্পতিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা হয় দলের অনুশীলন। শুরুতে কন্ডিশনিং, মাঝে ফিল্ডিং এবং শেষে নেটে দীর্ঘ সময় কাটান শ্রীদাম পাল-রা। ত্রিপুরার ক্রিকেটাররাও যথেষ্ট আশাবাদী শেষ ম্যাচে জয় পাওয়া নিয়ে।

সদর ক্রিকেটে শতদলকে হারিয়ে জয়ের হ্যাট্রিক এগিয়ে চল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক এগিয়ে চল সংঘের। গ্রুপ লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে এডি নগর প্লে সেন্টারের কাছে ন্যূনতম উইকেটে পরাজয়ের পর টানা তিন ম্যাচে যথাক্রমে জুয়েলস এবং পোলস্টার কে হারানোর পর আজ, বৃহস্পতিবার ৪৫ রানের ব্যবধানে দারুন জয় পেয়েছে শতদল সংঘ কে হারিয়ে।

ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে কুয়াশার জন্য ম্যাচ শুরুতে অনেকটা দেরী হয়েছে। ওভার সংখ্যা ৩৩ শে সীমিত করা হয়েছিল। টস জিতে এগিয়ে চল সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৩৩ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান সংগ্রহ করে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শতদল সংঘ ৮ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করতেই তেত্রিশ ওভার শেষ হয়ে যায়। বিজয়ী দলের পক্ষে বিপ্র চক্রবর্তীর অর্ধশত রান এবং ২০ রানে তিনটি উইকেট দখল দলকে জয় এনে দিতে দারুণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। তবে শতদল সংঘের পাপাই দাসের ৫২ রান এবং এগিয়ে চলার অর্ণব দেববর্মার ৩৭ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে এগিয়ে চল-র দ্বিগবিজয় মজুমদার এবং শতদলের রাজবীর দাস দুটি করে উইকেট পেয়েছিল।

গম্ভীরের পরিকল্পনার অভাব, সঙ্গী রোহিত-কোহলিদের ব্যর্থতা, অস্ট্রেলিয়ায় দিশাহীন ভারত

ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয় পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। ঠিক যে ছিল না, ভারতে এসে বুঝিয়ে দেয় নিউ জিল্যান্ড। আবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পার্থে জয় টম লাথামের দলের কাছে লজ্জার হারে প্রলেপ দেয়। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির প্রথম টেস্টে বিরাট কোহলি, যশস্বী জয়সওয়াল, মহম্মদ সিরাজদের পারফরম্যান্স আশা দেখালেও দ্বিতীয় টেস্ট থেকে চেনা ফর্মে দেখা যাচ্ছে না ভারতীয় দলকে।

রোহিত শর্মার দলের খেলায় পরিচিত আগ্রাসী মেজাজ উধাও। কেন এমন পরিবর্তন? তিন-চার বছর আগেও বিদেশের মাটিতে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত ভারতীয় দল। এখন ৫০-৫০ পরিস্থিতিতে সেই দলই ড্র করার জন্য খেলে। মানসিকতার পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ২০২১ সালের লর্ডস টেস্টের কথা। সে বার চতুর্থ ইনিংসে জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ২৬২ রান। ৬০ ওভারে সেই রান তুলতে হত জো রুটের দলকে। কোহলির ভারত ৫১.৫ ওভারে ইংল্যান্ডকে অলআউট করে ১৫১ রানে ম্যাচ জিতেছিল। ঘরের মাঠে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, ইশান্ত শর্মা, রবীন্দ্র জাডেজার বল সামলাতে পারেননি ইংরেজ ব্যাটারেরা। চার জন ব্যাটার আউট হয়েছিলেন শূন্য রানে। সেই দলেরই মেলবোর্নের ২২ গজে অস্ট্রেলিয়ার শেষ উইকেট ফেলতে সময় লেগেছে ১৯.৩ ওভার।

২০২১ সালের দলের পাঁচ বোলারের তিন জন ছিলেন মেলবোর্নেও। চোটের জন্য শামি ছিলেন না। আর ইশান্ত এখন ভারতীয় দল থেকে অনেক দূরে।ইশান্তের মতোই ভারতীয় দল থেকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে চেতেশ্বর পুজারা, অজিঙ্ক রাহানেদের। ক্রিকেটার পরিবর্তন যে কোনও দলের জন্যই স্বাভাবিক। দলে এসেছেন যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, আকাশ দীপ, ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো তরুণেরা। পালা বদল স্বাভাবিক। পরিবর্তদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। তবু কোহলির সেই ভারতের সঙ্গে রোহিতের এই ভারতের মিল পাওয়া যাচ্ছে না। কোচ হিসাবে দ্রাবিড়ের শেষ টেস্ট সিরিজ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে। কেপটাউন টেস্টে বুমরাহ, সিরাজ, মুকেশ কুমার এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ টেম্বা বাভুমার দলকে দু'ইনিংসে অলআউট করেছিল যথাক্রমে ৫৫ এবং ১৭৬ রানে। সেখানেও ছিলেন না শামি। এ জন্যই অমিলটা আরও বেশি করে চোখে লাগছে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে লেগেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও লাগছে।

অমিলের শুরুটা হয়তো সাজঘর থেকেই। তখন ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। এখন গৌতম গম্ভীর। ক্রিকেটজীবনে দ্রাবিড় রক্ষণাত্মক ব্যাটার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। গম্ভীর ছিলেন আগ্রাসী মেজাজের। অথচ কোচ হিসাবে দ্রাবিড় দলকে কখনও রক্ষণাত্মক হওয়ার পরামর্শ দিতেন না। ক্রিকেটারদের স্বাভাবিক খেলার স্বাধীনতা দেন। গম্ভীর নির্দেশের জালে কোহলি, রোহিতদের বেঁধে ফেলেছেন তা নয়। তবু ভারতীয় দলকে মাঠে রক্ষণাত্মক দেখাচ্ছে। পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে নেতৃত্বের দর্শনেও। কোহলি পাঁচ বোলার নিয়ে খেলার পক্ষে ছিলেন। সব সময় প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের আক্রমণ করার চেষ্টা করতেন। রোহিতও পাঁচ বোলার নিয়ে খেলছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষকে সারাক্ষণ চাপে রাখার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না তাঁর নেতৃত্বে।শুধু বোলার পরিবর্তন নয়, তাঁদের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মুন্সিয়ানা দেখাতে পারছেন না রোহিত। মেলবোর্নে বুমরাহ বল করেছেন ৫৩.২ ওভার। আর তিন অলরাউন্ডার মিলিত ভাবে ৬৪ ওভার বল করেন। বুমরাহের উপর রোহিতের অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়ার কারণ অন্যদের ব্যর্থতা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোলারদের খেলানো হলেও প্রত্যাশিত সাফল্য পাচ্ছেন না কেউ। বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলকে এক রকম জেদ করেই নিয়ে এসেছেন গম্ভীর। বোলারদের সাফল্যের পথ দেখানোর দায়িত্ব তাঁর। মর্কেলের ভূমিকা নিয়েও তাই প্রশ্ন উঠছে।টেস্ট ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ওষুধ বলে দিলেন শাস্ত্রী, আইসিসিকে পরামর্শ ভারতের প্রাক্তন কোচের

গত অস্ট্রেলিয়া সফরে কোহলির পিছিয়ে থাকা দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সিরিজ জিতিয়েছিলেন রাহানে। এ বার বুমরাহের নেতৃত্বে এগিয়ে থাকা পিছিয়ে পড়েছে রোহিতের নেতৃত্বে! এই অমিলটাও দৃষ্টিকটূ দেখাচ্ছে।

নতুন বিতর্ক ভারতীয় দলে

নতুন বিতর্ক ভারতীয় দলে। অস্ট্রেলিয়ায় রোহিত শর্মাদের সঙ্গে এমন এক জন রয়েছেন, যিনি ভারতীয় দলের অংশই নন। অথচ বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির প্রথম থেকেই তিনি রয়েছেন দলের সঙ্গে। অস্ট্রেলিয়ার স্টেডিয়ামগুলিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত আসনেও দেখা যাচ্ছে তাঁকে।

নতুন বিতর্কের কেন্দ্রে গৌতম গম্ভীরের এক সহকারী কোচ। তিনি নিজের ব্যক্তিগত সহযোগীকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছেন। দলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেনও সেই ব্যক্তিগত সহযোগীও। বিসিসিআইয়ের অনুমতি না নিয়েই ভারতীয় দলের সহকারী কোচ নিজের ব্যক্তিগত সহযোগীকে নিয়ে গিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বোর্ড কর্তারা। আইপিএলের সময়ও ওই ব্যক্তিগত সহযোগীকে একটি দলের সঙ্গে নিয়মিত দেখা যেত। আইপিএল দলের অংশ না হয়েও তিনি সেই দলের জার্সি পরে ঘুরতেন। খেলা শেষ হওয়ার পর মাঠে ভিতরেও তাঁকে দেখা গিয়েছে কয়েক বার। তখন বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দলের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন বোর্ড কর্তারা। এ বার পরিস্থিতি অন্য। ভারতীয় দলের সহকারী কোচের ব্যক্তিগত সহযোগী কী ভাবে এবং কেন রোহিতদের সঙ্গে সর্বত্র যাচ্ছেন এবং বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিদের জন্য বরাদ্দ সুবিধা ব্যবহার করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। বোর্ড সূত্রে খবর, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সহকারী কোচের ব্যাখ্যা চাওয়া হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কোচের নাম অবশ্য প্রকাশ্যে আসেনি।

মেলবোর্নে হারের পর থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রোহিতদের সাজঘরের পরিবেশ নিয়ে। কোচ গম্ভীর একাধিক সিনিয়র ক্রিকেটারের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গম্ভীরের কোচিংয়ের ধরন এবং পরিকল্পনা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে যোগ হল গম্ভীরের সহকারী কোচের ভূমিকা। দলের অংশ নন এমন এক জনকে গম্ভীর কী ভাবে ক্রিকেটারদের কাছাকাছি থাকার অনুমতি দিচ্ছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবে যোগাসন প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উত্তর বাধারঘাটের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী ২০২৫ উপলক্ষ্যে যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১১ জানুয়ারী দুটি বয়স বিভাগে এই আসর হবে। ৫ থেকে ৮ বছর এবং ৮, থেকে ১২ বছর পর্যন্ত বালক ও বালিকা বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে। সকাল ১০টায় প্রতিযোগিতা শুরু হবে। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুকদের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে রাত ৮:৩০ মিনিটের মধ্য ফর্ম সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। ক্লাবের পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী ২০২৫ কমিটির কনভেনর প্রশান্ত ভৌমিক সকলকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

গুজরাতের নেতৃত্ব হারাচ্ছেন শুভমন?

শুভমন গিল কি গুজরাত টাইটান্সের নেতৃত্ব হারাতে চলেছেন? নতুন বছরের প্রথম দিনই তৈরি হল জল্পনা। সমাজমাধ্যমে গুজরাত কর্তৃপক্ষ ইংরেজি নববর্ষের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। ২০২৫ সালে নতুন গল্পের কথা বলেছেন তাঁরা।

বুধবার দুপুরে সমাজমাধ্যমে ভেসে ওঠে গুজরাত টাইটান্সের একটি পোস্ট। সেই পোস্ট ঘিরে আগ্রহ তৈরি হয়েছে ক্রিকেটমহলে। তাতে ব্যবহার করা হয়েছে আফগানিস্তানের অলরাউন্ডার রশিদ খানের ছবি। তঁ মুখ ব্যবহার করা হয়নি। গুজরাতের জার্সি পরা অবস্থায় পিছন থেকে তোলা ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের ছবির সঙ্গে লেখা হয়েছে, '২০২৫-এর জিটির গল্প।' উপরে আরও লেখা হয়েছে, 'একটি পরিষ্কার জায়গা (স্লট), একটি নতুন গল্প।'

গুজরাত কর্তৃপক্ষের পোস্ট থেকে ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ মনে করছেন, নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে শুভমনকে সরিয়ে দিয়ে জায়গা ফাঁকা করা হয়েছে। নতুন অধিনায়ক হবেন রশিদ এবং তাঁর নেতৃত্বে আগামী আইপিএলে নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছে গুজরাত টাইটান্স।

উল্লেখ্য, ২০২২ সাল থেকে আইপিএল খেলছে গুজরাত। প্রথম বার হার্দিক পাণ্ড্যের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। ২০২৩ সালে হার্দিকের নেতৃত্বে ফাইনালে ওঠে গুজরাত। কিন্তু ২০২৪ সালের আইপিএলের আগে হার্দিক গুজরাত ছেড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে চলে যান। অধিনায়ক করা হয় শুভমনকে। তাঁর নেতৃত্বে গত আইপিএলে গুজরাত পয়েন্ট তালিকায় আট নম্বরে শেষ করে। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে জয় পায় তারা। সে কারণেই সম্ভবত শুভমনের নেতৃত্বের উপর আর ভরসা করতে চাইছেন না গুজরাত কর্তৃপক্ষ। অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে আফগানিস্তানের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারকে।

ইউপি-তে সিনিয়র ন্যাশনাল বক্সিংয়ে অংশ নিতে রাজ্য দলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ৬ই জানুয়ারি থেকে ১৩ই জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের বেরেলীতে পুরুষ বিভাগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সিনিয়র ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ন রাজ্য দল এতে অংশগ্রহণের আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার ট্রেনে রওয়ানা হয়েছে। আগামীকাল (শুক্রবার) সকাল সাড়ে নয়টায় গৌহাটিতে পৌঁছবে এবং গৌহাটি থেকে বেরেলীতে গিয়ে পৌঁছবে পাঁচ তারিখ সকাল সাড়ে ছয়টায়ন ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে পাঁচ দিনের জন্য একটি কোচিং ক্যাম্পে এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যা ২৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে বুধবার পর্যন্ত চলেছে। এনএসআর সিসি-র বক্সিং হল-এ অনুষ্ঠিত অনুশীলন পর্বে প্রতিটি খেলোয়াড়ের মধ্যেই সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুটে হয়েছে। প্লেয়াররা হলেন জুয়েল মিয়া, বিজয় দেবনাথ, সোল্লালিল হালম, পরিমল দাস, নবজিৎ ঘোষ, টিম কোচ হিসেবে আছেন রিপন মিয়া ও সমীর সাহা এবং টিম ম্যানেজার হিসেবে আছেন রাজু চন্দ্র দে। সংস্থার সচিব সমীর সাহা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

পোলস্টারকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় জুয়েলস কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা দ্বিতীয় জয় জুয়েলস কোচিং সেন্টারের। হারিয়েছে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে পোলস্টার ক্লাব কে। যদিও জুয়েলস কোচিং সেন্টারের পক্ষে এটি পঞ্চম ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয়। প্রথম ম্যাচে দশমী ঘাটকে ২৪৪ রানের বড় ব্যবধানে হারালেও পরবর্তী দুটি ম্যাচে যথাক্রমে এডি নগর এবং এগিয়ে চল সংঘের কাছে হারতে হয়েছিল। গত ম্যাচে তরুণ সংঘ কে হারানোর পর আজ নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে পোলস্টারের বিরুদ্ধে। লো-স্কোরিং ম্যাচ। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে সকাল দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে জুয়েলসের বোলার ত্রয়ী অংশ চৌহান, রিপন মিয়া ও দেবরাজ দত্তের সাঁড়াশি অ্যাটাকে মাত্র ৪৬ রানে পোলস্টারের ইনিংস থেমে যায়। ৩২ ওভার খেলে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ৮.৩ ওভার খেলে মাত্র এক উইকেট হারিয়েই জুয়েলস কোচিং সেন্টার জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দেবাঞ্জন সর্বোচ্চ ১৯ রান পায়। বোলার অংশ চৌহান প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

চাম্পামুরাকে এক রানে হারিয়ে রোমাঞ্চকর জয় তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এক রানে রোমাঞ্চকর জয়। তাও শক্তিশালী চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারকে হারিয়ে। উল্লেখ্য, এক রানে শ্বাসরুদ্ধকর জয় ছিনিয়ে তরুণ সংঘ জয়ে ফিরেছে বলা চলে। পক্ষান্তরে বলা যায় চাম্পামুরার বিজয় রথ থামালো তরুণ সংঘ। নীপকো মাঠে কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে ম্যাচ শুরু হতে প্রায় দু"ঘণ্টা দেরী হয়েছে। ওভার সংখ্যাও কমিয়ে ৩৫ করা হয়েছিল। টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ৩৫ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৪১ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের ইনিংস শেষ হয় ঠিক ১৪০ রানে। নয় উইকেট হারিয়ে। অর্থাৎ এক রানের ব্যবধানে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে তরুণ সংঘ। বিজয়ী দলের শুভম দেবনাথ ৬০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার

শান্তিরবাজার মহকুমায় ছোটদের ক্রিকেটে সেরা কসমোপলিটন ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহকুমার সেরা কসমোপলিটন ক্লাব এবং প্লে সেন্টার। খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাব ৫০ রানে পরাজিত করলো গ্রীন আর্থ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে। চরকবাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব ১০২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে শুভম রিয়াং ৬৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও দুটি অভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং প্রিয়মন রায় ২৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। গ্রীন আর্থ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের প্রহর ত্রিপুরা ১৯ রানে এবং মিলিসান ১৯ রানের তিনটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাবের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে গ্রীন আর্থ ক্রিকেট কোচিং সেন্টার মাত্র ৫২ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ১৩ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের কোন ব্যাটসম্যানই দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। কসমোপলিটন ক্লাব এর পক্ষে আখায়নিও মগ ৯ রানে, আয়ুষ দেবনাথ ১৩ রানে এবং প্রিয়মন রায় ১৬ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। ম্যাচ শেষে বিজয়ী দলের ক্রিকেটাররা মাঠেই বিজয়োল্লাসে মেতে উঠে।

দশমীঘাটকে সহজে হারিয়ে টানা ৫ ম্যাচে জয়ী এডি নগর প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা পাঁচ ম্যাচে জয় এডি নগর প্লে সেন্টারের। এককথায় জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এডি নগর প্লে সেন্টার নক আউটের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের বি গ্রুপের খেলায় এডি নগর প্লে সেন্টার আজ, বৃহস্পতিবার দশমী ঘাট কোচিং সেন্টার কে ২২৫ রানের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন মাঠে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে প্লে সেন্টার সীমিত ৩৭ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫৮ রান সংগ্রহ করে। সকালে প্রচন্ড কুয়াশার কারণে খেলা প্রায় ১০০ মিনিট পরে শুরু হয়েছে। দলের পক্ষে অরিত্র রঞ্জন এর দুর্দান্ত সেঞ্চুরি এবং সৌমিক দেবের ৮০ রান উল্লেখযোগ্য। অরিত্র ৯৭ বল খেলে ১৫টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৩ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দশমি ঘাট কোচিং সেন্টার ২৫ ওভার খেলে মাত্র ৩৩ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এডি নগর প্লে সেন্টারের দীপ সাহা ৩ রানের বিনিময়ে তিনটি এবং রাম দত্ত কোনও রান না দিয়ে দুটি উইকেট তুলে নেয়।

শুক্রবারই বিজয় হাজারে-তে বাংলার হয়ে ফিরছেন শামি

শুক্রবারই বাংলার হয়ে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে মহম্মদ শামির। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে খেলার পর টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার চলে গিয়েছিলেন এনসিতে রিহ্যাব করতে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলার হয়ে প্রথমদিকের ম্যাচগুলি খেলেননি। তবে শুক্রবার বিহার ম্যাচে তাঁর প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে। এনসিএ সূত্রের খবর, শামি এখন পুরোপুরি ফিট। বল বা ফিল্ডিং করতে আর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তাঁর। শুক্রবার সিডনিতে যখন রোহিত শর্মারা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে খেলতে নামবেন, কাকতালীয়ভাবে সেদিনই শামি বাংলার হয়ে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে কামব্যাক করবেন। আসলে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে না খেললেও দ্রুত ভারতীয় দলে কামব্যাক করাকে পাখির চোখ করছেন শামি। তাঁর নজরে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে হলে তার আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে ৩ ওয়ানডের সিরিজ ভারত খেলবে, সেই সিরিজে দলে ফেরা জরুরি। সেটাও ভালোই জানেন শামি। তাই বাংলার হয়ে বিজয় হাজারে-তে খেলে ফিটনেস নিয়ে সব সংশয় দূর করতে দিতে পারেন টিম ইন্ডিয়ার বোলিং স্তম্ভ।

শামি শেষবার ভারতের হয়ে খেলেছেন ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। এরপর চোট সারাতে হওয়া অস্ত্রোপচারের ধাক্কা সামলে উঠে বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলেন শামি। সেখানে ভালো বল করার পর থেকেই তাঁর অস্ট্রেলিয়া যাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সেই ডাক আসেনি। শোনা যাচ্ছে, শামি নিজেও বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে খেলা নিয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। ফলে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে খেলার পর ফের এনসিএ-তে ফেরেন শামি। আপাতত রিহ্যাব করছেন তারকা পেসার। এনসিএ থেকে তিনি যোগ দিচ্ছেন বঙ্গ শিবিরে। শুক্রবার বিজয় হাজারে-তে তাঁর প্রত্যাবর্তন। একই সঙ্গে জোড়া চ্যালেঞ্জ তাঁর সামনে। ফর্ম এবং ফিটনেস দুটোই প্রমাণ করতে হবে তাঁকে। হাতে সময় বেশি নেই। মাত্র দিন কয়েক।

টি-২০ অধিনায়কত্ব ছাড়লেন শান্ত, ফের উথালপাতাল বাংলাদেশ ক্রিকেট

ফের উথালপাতাল বাংলাদেশ ক্রিকেট। শেষ পর্যন্ত টি-২০ অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। বিসিবিকে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে আপাতত টেস্ট ও ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব দেবেন শান্তই। সূত্রের খবর, শান্ত বিসিবিকে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর টি—টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব দেবেন না। বিসিবি যদি চায়, টেস্ট এবং ওয়ানডে অধিনায়কত্ব চালিয়ে যাবেন। তাঁর এই ইচ্ছায় সম্মতি জানিয়েছে বিসিবিও। আগামী মার্চে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ফের টি-২০ খেলবে বাংলাদেশ। সেই সিরিজে শান্ত আর অধিনায়ক থাকছেন না। তবে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনিই দলের নেতৃত্ব দেবেন। মেগা টুর্নামেন্টের আগে নেতৃত্বে আর বদল চাইছে না বাংলাদেশ বোর্ড।

ভারতের বিরুদ্ধে হারের পরই বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব ছাড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন শান্ত। পরে অবশ্য বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদের হস্তক্ষেপে সিদ্ধান্ত বদল করেন তিনি। আরও কিছুদিন দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এবার চূড়ান্তভাবেই শান্ত জানিয়ে দিলেন, ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে আর বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন না তিনি। বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব প্রসঙ্গে বলেন, "শান্ত বলে দিয়েছে সে আর টি—টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব করবে না। আমরাও এটা মেনে নিয়েছি। তবে যেহেতু আপাতত আমাদের টি—টোয়েন্টি সিরিজ নেই, হাতে সময় আছে। এখনই নতুন অধিনায়ক নিচ্ছি না। তবে যদি চোটের সমস্যা না থাকে, ওয়ানডে ও টেস্টে শান্তই অধিনায়ক থাকবে। সেভাবেই কথা হয়েছে।" বাংলাদেশ ক্রিকেট মহলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, টি-টোয়েন্টিতে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছেন লিটন দাস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে তাঁর নেতৃত্বেই ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে বাংলাদেশ। লড়াইয়ে রয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজও। তবে টি-২০ দলে নিয়মিত সুযোগ পান না মিরাজ। সেটা তাঁর বিপক্ষে যাচ্ছে।

কোপ পড়বে? সিডনি টেস্টে অধিনায়কের খেলা নিয়ে জল্পনা গম্ভীরের কথায়

সিডনি টেস্ট খেলে তিনি অবসর নিতে পারেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে বৃহস্পতিবার গৌতম গম্ভীর যা বললেন, তাতে রোহিত শর্মার সিডনিতে খেলা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল। গম্ভীর ইঙ্গিত দিয়েছেন, সিডনিতে রোহিতের প্রথম একাদশে থাকা নিশ্চিত নয়। পিচ এবং পরিস্থিতি দেখেই প্রথম একাদশ ঠিক করবেন তাঁরা।খাদ অধিনায়কেরই প্রথম একাদশে খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়া সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটে দেখা যায়নি। পার্থ টেস্টে রোহিত খেলেননি দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের কারণে। দেশে ছিলেন তিনি। ভারতকে নেতৃত্ব দেন জসপ্রীত বুমরাহ। পরের তিনটি টেস্টে রোহিতের রান একেবারেই উল্লেখ করার মতো নয়। তার পরেই টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার ব্যাপারে জল্পনা শুরু হয়েছিল। বৃহস্পতিবার গম্ভীরের মন্তব্যের পর প্রশ্ন উঠছে, মেলবোর্নেই কি শেষ টেস্ট খেলে ফেললেন রোহিত? বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক শুরুর আগে দু'টি চেয়ার রাখা ছিল। শেষ বার যখন এ রকম হয়েছিল, তখন রোহিতের পাশে বসে অবসরের ঘোষণা করেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এ দিন শোনা যায়, গম্ভীর সাংবাদিক বৈঠকে আসবেন। আর এক জনের নাম জানানো হয়নি। গম্ভীর একাই আসেন। এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ম্যাচের আগে সাধারণত অধিনায়কেরই আসার কথা। তিনি এলেন না কেন? গম্ভীর উত্তর দেন, "রোহিত ঠিকই আছে। অধিনায়কের সাংবাদিক বৈঠকে আসা তো কোনও প্রথা নয়। কোচ তো এসেছে। আশা করি, সেটাই যথেষ্ট। আপাতত উইকেট দেখে প্রথম একাদশের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।" এর পরে গম্ভীরকে জিজ্ঞাসা করা হয় রোহিতকে নিয়ে ভারতের পরিকল্পনার কথা। গম্ভীর বলেন, "এখনই বললাম, আমরা আগে উইকেট দেখব। তার পর কাল প্রথম একাদশ বেছে নেব।" রোহিতের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নিশ্চিত কোনও উত্তর শোনা যায়নি তাঁর মুখ থেকে।

রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুনাম শুধু রাজ্যে নয় দেশ বিদেশেও ছড়িয়ে রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। গৌরবময় রাজ্যের ছেলেমেয়েদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত আগরতলার বাইরে ১৯৫১ সালে বেসরকারি বিদ্যালয় হিসাবে রমেশ স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ এই বিদ্যালয়ের সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। রাজ্যের বনেদি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রমেশ স্কুল। যার বর্তমান নাম উদয়পুর রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ উদয়পুর রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের উদ্যোগে আয়োজিত প্লাটিনাম জুবলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রমেশ স্কুল হচ্ছে নক্ষত্রের গ্যালাক্সি। রমেশ স্কুলের সুনাম শুধু রাজ্যে নয় দেশ বিদেশেও ছড়িয়ে রয়েছে। এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে এমন ছাত্রছাত্রী আজ রাজ্যের গন্ডি ছাড়িয়ে দেশ বিদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে সফলতার সঙ্গে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন-বিধায়ক হয়েছেন। রমেশ স্কুলের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হবে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং উনার সুযোগ্য পুত্র ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্তকে স্মরণ করার দিন আজ। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করেছেন। রাজ্য সরকারও সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে নতুন ভবন নির্মাণ, স্মার্ট ক্লাস সহ আধুনিক শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের সময় রাজ্যে কোন বোর্ড ছিল না। আমরা পরীক্ষা দিয়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের অধীনে। এক সময় রাজ্যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। রাজ্যের স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, গুণগত শিক্ষা প্রদান, শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আধুনিক ও গতিশীল করার জন্য শিক্ষক শিখন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে।

এনসিইআরটি সিলেবাস চালু করা হয়েছে। এখন রাজ্যের ছেলেমেয়েরা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হচ্ছে। শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুব সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্যে শিক্ষামূলক চ্যানেল চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ৩০ জন মেধাবী ছেলেমেয়েদেরকে জেইই, নীট ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উন্নত কোচিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রীদের বাইসাইকেল দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিপুন ত্রিপুরা নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী উদয়পুর রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, উদয়পুর রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় রাজ্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। রাজ্যের স্বনামধন্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এই বিদ্যালয় অন্যতম। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের সঙ্গে রাজ্যের সুনাম রক্ষা করে চলেছে। অনুষ্ঠানে রমেশ প্রাক্তনীর পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এবং অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়কে আজীবন সদস্য পদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদয়পুর রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা প্রমুখ।

বড়সড় অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল বাড়িঘর ও দোকানপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। বিড়সড় অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল বেশ কিছু বাড়িঘর এবং দোকানপাট। ওই ঘটনায় সোনামুড়া স্টিল ফুড ব্রিজ সংলগ্ন রবীন্দ্রনগর ১ নং ওয়ার্ড এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, গোমতীর চরে জমা করা বাঁশের ছিলায় দুষ্কৃতীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে সেই আগুন কিছুটা বাড়তে থাকে। ওই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয়রা ছুটে গিয়েছেন এবং আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে সফলতা না আসায় খবর দেওয়া হয়েছিল দমকলবাহিনীকে। সঙ্গে সঙ্গে দমকলকর্মীরা ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি কিন্তু যেহেতু সুখা মরসুম এবং পার্শবর্তী বেড়ার ঘর। কিন্তু বাঁশ ঝাড় রয়েছে সেহেতু আশঙ্কা করা হচ্ছিল বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারত। তাই দ্রুত দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এতে রক্ষা পায় সমগ্র এলাকা।

আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে অসন্তুষ্ট রোগীর পরিজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল দশা। চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন রোগীর পরিজনরা।

আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকভাবে পাচ্ছেন না। এমনকি, স্টাফ নাসরাও ব্যবহার এবং পরিষেবা ঠিকভাবে দিতে চায় না বলে স্থানীয় এলাকাবাসী এবং রোগীদের কাছ থেকে জানা যায়। আরও জানা গিয়েছে, যাদের ডেপুটেশনে পাঠানো হয় আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তারা ঠিক মতো কাজ করেন না। বেশ কিছুদিন আগে জেলার শাসক এক মিটিং করেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যদি মানুষকে পরিষেবা না দেওয়া তাহলে আনন্দনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, ফার্মাসিস্ট নিভাষ ভৌমিক আর বর্তমান কাউন্সিলর এর ভাই হওয়াতে মর্জি মাফিক ছুটি ডিউটি করে। ঠিকমতো আসেননি বলে জানা যায়।

সচেতনতা বৃদ্ধিতে কুইজ প্রতিযোগিতা ও র‍্যালি আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন মন্ত্রী সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ভোক্তা সুরক্ষা আইন, সড়ক নিরাপত্তা এবং মাদকবিরোধী বিষয়ে সাধারণ জনগণ তথা কলেজ পড়ুয়াদের সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খাদ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আজ এক ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই বিষয়গুলো নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আলোচনা করেন তিনি।

ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর, পরিবহন দপ্তর, ট্রাফিক পুলিশ এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গুলোতে ভোক্তা সুরক্ষা আইন, সড়ক নিরাপত্তা এবং মাদকবিরোধী কর্মশালা ও সচেতনতামূলক প্রচারণার কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা ও র‍্যালি আয়োজনের জন্য আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হল ঘরে ভার্চুয়াল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। আজকের এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ অধিকারীকগণ এবং বিভিন্ন কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালগণ। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজকের এই ভার্চুয়াল কনফারেন্স এর মাধ্যমে মিলিত হয়ে ওই সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের তারিখ নির্ধারনের পাশাপাশি এই কর্মসূচিকে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করেন।

সালেমাতে কৃষকদের কাছ থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার সালেমা মটরষ্ট্যান্ড প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু হয়। চলবে ৬ জানুয়ারী পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার সালেমা কৃষি তত্বাবধায়কের ব্যবস্থাপনায় খাদ্য, জন সংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যান দপ্তরের সহযোগিতায় পাঁচ দিন ব্যাপী সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু হয়েছে। ধান ক্রয় চলবে আগামী ৬ জানুয়ারী পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার সালেমা মটর ষ্ট্যান্ড প্রাঙ্গনে গাছে জল ঢেলে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সুরমার বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিনা দাস, সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ননী গোপাল কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীল রঞ্জন দাস,ধলাই জেলার কৃষি সহ অধিকর্তা কমল কলই প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সালেমা পঞ্চায়েতের প্রধান অপূর্ব পোদ্দার। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন সালেমা কৃষি তত্বাবধায়ক সত্য রঞ্জন দেব। সালেমা কৃষি তত্বাবধায়কের অধীন বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে ধান এনে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে জমা করেছেন সালেমা মটর ষ্ট্যান্ড প্রাঙ্গনে। সালেমা থেকে টার্গেট রয়েছে ৫ শো মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার। সরকারি ক্রয় মূল্য প্রতি কুইন্টাল ২,৩০০ টাকা। স্বাগত ভাষণে সালেমা কৃষি তত্বাবধায়ক সত্য রঞ্জন দেব বলেন, গত বছরের তুলনায় এবার অনেক বেশি কৃষক ধান বিক্রি করতে এনেছে। আমাদের ধান ক্রয়ের টার্গেট হল ৫ শো মেট্রিক টন। এতে কৃষক ও সমাজসেবীদের সাহায্য কামনা করেন কৃষি তত্বাবধায়ক।

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ৪০ বছর পর বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু

ভোপাল, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ৪০ বছর পর বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্য অপসারণের কাজ বুধবার রাতে শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত এই কারখানায় ৩৭৭ টন বিপজ্জনক বর্জ্যপদার্থ জমা হয়ে আছে। ভোপাল থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে ধর জেলার পিথমপুর শিল্পতালুকে ১২টি সিল করা আধারে এই বর্জ্যগুলি সরানোর কাজ শুরু হয়েছে।ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের অধিকর্তা স্বতন্ত্র কুমার সিং জানান , এই বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্যগুলিকে পরিবহণের জন্য একটি গ্রিন করিডর তৈরি করা হয়েছিল। গত রবিবার থেকে প্রায় ১০০ জন শ্রমিক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থগুলি লরিতে তোলে।তিনি জানান , এই বর্জ্যগুলিকে পিথমপুরে বিশেষ ব্যবস্থায় পুড়িয়ে ফেলা হবে এবং পরে এর ছাইগুলি পরীক্ষা করে কোনও ক্ষতিকারক পদার্থ আছে কিনা দেখা হবে। ইনসিনারেটা বা পোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র থেকে যাতে ধোঁয়া বেরিয়ে পরিবেশ দূষণ না করতে পারে তাঁর জন্য ৪টি স্তরে ফিল্টার লাগানো থাকবে।

বনকর্মীর ভয়াবহ মৃত্যু

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার সকালে নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই হাতি তাড়াতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক বনকর্মীর। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের ওই বনকর্মীর নাম মদন দেওয়ান (৪৫)। এই মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে কালচিনি ও মেচপাড়া চা বাগানের সীমানায়। জানা গিয়েছে, এদিন ওই এলাকায় ৭-৮টি হাতির একটি দল বেড়িয়েছিল। হাতির দলটিকে তাড়াতে গিয়েই দলছুট একটি হাতির হামলায় ওই বনকর্মীর মৃত্যু হয়।

দুই বাংলাদেশি-সহ গ্রেফতার ৪ জন

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লি পুলিশ অবৈধ অভিবাসন এবং ভুয়ো ডকুমেন্টেশন র‍্যাকেটের বিরুদ্ধে অভিযানে ফের সাফল্য পেল। দুই বাংলাদেশি নাগরিক-সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন ডিসিপি (দক্ষিণ) অঙ্কিত চৌহান। পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সঞ্জয় কুমার জৈন বলেন, 'দক্ষিণ জেলা এএটিএস একটি অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসন র‍্যাকেটের পর্দাফাঁস করেছে। আমরা দুই বাংলাদেশি এবং দুই ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করেছি। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকরা বিলাল হুসেন এবং তানিয়া খান নামে পরিচিত, বিবাহিত দম্পতি। তারা ২০২২ সালে ভারতে প্রবেশ করেছিল। তাদের ভাই আনিস শেখ ইমিগ্রেশন এবং এই র‍্যাকেটের মূল পান্ডা। আমিনুল ইসলাম একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যে অসমের বাসিন্দা। গুরুগ্রামের বাসিন্দা আশিস মেহরা তাদের জন্য ভুয়ো নথি তৈরি করেছিল। আনিস শেখ এখনও পলাতক এবং আমরা যতদূর জানি, সে ভারতে নেই।'

টিআরবিটি চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ ডিওয়াইএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। টিআরবিটি চেয়ারম্যান ড.প্রত্যুষ রঞ্জন দেব সহ অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা করেন ডিওয়াইএফআই''র এক প্রতিনিধি দল।

ডিওয়াইএফআই''র রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব জানিয়েছেন, ২০২২ সালের এসটিজিটি পরীক্ষার ফলাফল এখন অবধি প্রকাশ করা হয়নি। ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশের দাবিতে ডিওয়াইএফআই''র এক প্রতিনিধি দল টিআরবিটি চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেছে।

তিনি আরো বলেন, টিআরবিটি আধিকারিকগণ এই বিষয় নিয়ে বেশ কিছু কারণ দেখিয়েছেন, কিন্তু তাও ডিওয়াইএফআই এসটিজিটি পরীক্ষার ফল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছে।

আজ থেকে শুরু হচ্ছে দশম ইউনিভার্সেল মেলা, চলবে ২০ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। আগরতলা চিলড্রেন পার্কে আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে দশম ইউনিভার্সেল মেলা। মেলা চলবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। শুক্রবার থেকে আগরতলার চিলড্রেন পার্কে শুরু হচ্ছে ১৭ দিনব্যাপী দশম ইউনিভার্সেল এক্সপো মেলা।বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান আয়োজকরা।

এই মেলা এ বছর দশম বছরে পদার্পণ করেছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানি এই মেলায় তাদের সামগ্রী নিয়ে হাজির হবেন। ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এই মেলার আয়োজক। মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানিয়েছেন এই মেলাকে রাজ্য সরকার নানাভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে মেলার যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের তরফ থেকে মেলায় সকল অংশের জনগণের উপস্থিতি আহবান করা হয়েছে।

মিড ডে মিল খেয়ে প্রশংসা সাংসদ রচনার

হুগলি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিল চেখে দেখলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তেল মশলা ছাড়া খাবার খেয়ে রীতিমতো খুশি রচনা রাঁধুনিদের দশে দশ—ও দিলেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে নিজের সংসদ ক্ষেত্রে আসেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘুরে দেখেন স্থানীয় স্কুল—কলেজগুলি। শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। জ্যোতিষচন্দ্র স্কুলে মিড ডে মিলের রান্নাঘর ঘুরে দেখেন। বাচ্চাদের জন্য কীরকম রান্না হচ্ছে তা চেখেও দেখেন তিনি। আলু—ফুলকপির তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে বলেন, দশে দশ। তেল মশলা ছাড়া এত ভালো রান্না আগে কোনওদিনও খাইনি।

একইসঙ্গে সাংসদ বলেন, মিড ডে মিল যাঁরা রান্না করেন, তাঁরা খুব সুন্দর করে তৈরি করেন। খুব ভাল খাবার বাচ্চাদের জন্য স্কুলের দিদিরা করে দিচ্ছেন। রান্নাঘরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শিশুরা যথাযথ ভাবে মিড ডে মিল পাচ্ছেন কি না, তা দেখার জন্যই তাঁর এই সফর বলে জানান রচনা।

বিহারে বিষাক্ত খাবার খেয়ে মৃত এক মহিলা

পাটনা, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে বিহারের টিকুলি এলাকায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বিষাক্ত খাবার খেয়ে। জানা যায়, টিকুলি এলাকার বাসিন্দা চাঁদনী (৩০) খাবার খাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা ক্রমশ খারাপ হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জওহরলাল নেহেরু বালিকা নিবাসে মশারী ও কম্বল বিতরণে বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। আজ নতুননগর কাঠালতলী এলাকাস্থিত জওহরলাল নেহেরু বালিকা নিবাসে মশারী ও কম্বল বিতরণ ও ছাত্রীনিবাস পরিদর্শন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত।

মোহনপুর মহকুমা শাসক কার্য্যালয়ের কর্মী ও টিসিএস অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বৃহস্পতিবার নতুননগর কাঠালতলী এলাকাস্থিত জওহরলাল নেহেরু বালিকা নিবাসের ৫২ জন ছাত্রীদের মশারী ও কম্বল প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত সহ অন্যান্যরা।

মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, এই নিবাসের মেয়েরা সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী তাই তাদের একটি হারমোনিয়ামের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি তিনি ছাত্রীদেরকে পড়াশুনার প্রতিও উৎসাহিত হওয়ার কথা বলেন।

এদিকে, মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত ছাত্রীদের প্রতিশ্রুতি দেন, এই বালিকা নিবাসের যে ছাত্রী দ্বাদশ শ্রেণীর পাশ পর ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পাবে তাকে ২ লাখ টাকা আর্থিক সহযোগিতা করবেন।

নিগমের ১৮ নং ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ইংরেজি শুভ নববর্ষ উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগম ১৮ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেশন অভিষেক দত্তের উদ্যোগে ১৮ নং ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

আগরতলা রামনগর এলাকায় ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। স্থানীয় কর্পোরেটরের উদ্যোগে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত বলেন, সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই গরিবদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

এলাকার জনগণের কল্যাণে আগামী দিনেও নানা সামাজিক কর্মসূচিতে তিনি শামিল হবেন বলে জানিয়েছেন। কর্পোরেটরের এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে খুশি এলাকাবাসী।

রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতির বিকাশে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের জীবনযাত্রার কথা সহজ সরলভাবে সাহিত্যে তুলে ধরতেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। ''তিতাস একটি নদীর নাম'' কালজয়ী এই উপন্যাসের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। আজ নলছড়ের দশমীঘাটে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১১১তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছে। উৎসবের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির আদান প্রদানের সুযোগ ঘটে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যের তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে প্রিমেট্রিক ও পোস্টমেট্রিক স্কলারশিপ। গড়ে তোলা হচ্ছে ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাস। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের ক্ষমতায়নেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মের মানুষের কাছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের দর্শন ও চিন্তাধারাকে পৌঁছে দিতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি বিধায়ক কিশোর বর্মণ। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জয়ন্ত দে প্রমুখ। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১১১তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন সমাপ্ত হবে আগামী ৪ জানুয়ারি। এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বাঁশ শিল্পী সুব্রত দাসকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পুরস্কার ২০২৫, কৈলাসহরের কৃষি বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ রতন দাস, ধর্মনগরের নাট্যশিল্পী সুব্রত দাস, আগরতলার প্রখ্যাত দাবাড়ু আরাধ্যা দাস, সমাজসেবী বিলোনীয়ার লক্ষ্মাণ মালাকার, পূর্ব নলছড়ের ক্রীড়াবিদ শুভ্রজিৎ দাসকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মারক সম্মান ২০২৫ পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাছাড়া অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন বিলোনীয়ার প্রশান্ত সেন ও দ্বিতীয় হয়েছেন সাবুমের বিশ্বজিৎ মানিক। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ তাদের হাতে সম্মাননা ও পুরস্কার তুলে দেন।

৪৩তম জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতায় রাজ্যের সাফল্য

আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ৪৩তম জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে রাজ্যে ফিরলো ত্রিপুরা যোগা দল। ত্রিপুরাকে প্রতিনিধিত্ব করতে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে এবার যে ৫৭ জনের দল অংশগ্রহণ করেছিল সেখানে অভূতপূর্ব ফল করে রাজ্য দল জ্জ ৪ টি স্বর্ণ পদক, ৭ টি রৌপ্য পদক ও ৪ টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে রানার্স-আপ হয় এবং সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল রাজ্য যোগা খেলোয়াড় দেবান্তর বর্ধন সমস্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে 'ভারত সেরা' উপাধি পায়। ত্রিপুরা যোগা দলকে সংবর্ধনা জানাতে স্টেশনে উপস্থিত ছিল শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সমস্ত প্রতিযোগী ও প্রশিক্ষকদের স্টেশনে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায় এবং উষ্ণতার সাথে বরণ করে নেন।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।